প্রথম প্রকাশ: ১৫ নভেম্বর ১৯৭১

সংবাদ বিচিত্রা
SANGBAD BICHITRA

ONLY OFFICIAL NEWSPAPER OF CAB

প্রকাশনায়: বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘ | CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL | NORTH AMERICA

Periodical Issue: 470 | August 2021 | USPS No: 020877 | ISSN: 1542 5657

৪৮ তম বর্ষ | শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২৮ | আগস্ট ২০২১ | visit our website : www.cabusa.org

দামোদরের ভাঙনে তলিয়ে যাচ্ছে চাষের জমি

দিন কয়েকের ভারী বৃষ্টির সঙ্গে ডিভিসি-র ছাড়া জলে ফুলেফেঁপে উঠেছিল দামোদর নদ। যার জেরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছিল পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর ব্লকে। তবে দামোদরে জল কমলেও তার পাড়ের ভাঙন ভয়াবহ আকার নিয়েছে। ভাঙনের গ্রাসে বিস্তীর্ণ এলাকার চাষের জমি তলিয়ে যেতে শুরু করেছে। ভাঙনের জেরে মাথায় হাত চাষিদের। অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে বিঘার পর বিঘা জমি হারালেও ব্যবস্থা নেয়নি প্রশাসন। এ অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছেন না শাসকদলের একাংশ। তবে ভাঙন রোধে দ্রুত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে খবর, জামালপুর ব্লকের জ্যোৎশ্রীরাম অঞ্চলের বহু গ্রামই দামোদর লাগোয়া। অমরপুর, শিয়ালী, কোড়া, মাঠ শিয়ালী-সহ একাধিক গ্রামের সিংহভাগ বাসিন্দাই কৃষিজীবী। দামোদরের পাড় বরাবর বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে রয়েছে তাঁদের অনেকের চাষের জমি। এলাকার প্রবীন চাষি শেখ মোবারক বলেন, "দামোদরের ধারে ৩ একর ২৭ শতক চাষের জমি ছিল। গত কয়েক বছরের ভাঙনে ১ একর জমি তলিয়ে গিয়েছে। দামোদরের পাড় জুড়ে অমরপুরের প্রায়

এরপর ২ পাতায় ▶

বঙ্গ সম্মেলনের খবর

NABC 2022:
Organized By: Cultural Association of Bengal
Planet Hollywood, Las Vegas, NV. July 1,2 & 3, 2022
Chairman: Kali Pradip Chowdhury,
Convener: Milan K Awon
Emeritus Coordinator: Prabir Roy

NABC 2023 :
Organized By: Prabasi, Massachusetts
Chairperson : Indra Deb
Details will be published later

NABC 2024 :
Organized By: Bengali Association of Greater Chicago,
Chairperson: Indranil Roychaudhury
Details will be published later

নাবালিকা গণধর্ষণে কড়া রায় আদালতের

নীহার বিশ্বাস

গণধর্ষণের শিকার এক নাবালিকাকে অভিযুক্তদের এক জনের বিয়ের প্রস্তাব দিয়েছিল। তার প্রেক্ষিতে 'আদালতের বাইরে মীমাংসা' করার আবেদন নিয়ে পুলিশ ও আইনজীবীদের ভর্ৎসনা করে কড়া রায় দেন বিচারক। গত বুধবার গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতের অতিরিক্ত জেলা দায়রা বিচারক (পকসো আদালত) মিন্টু মল্লিকের দেওয়া এমন রায় নিয়ে প্রবল চর্চা শুরু হয়েছে। আইনজীবীদের দাবি, এমন রায়ের খুবই দরকার ছিল। কারণ অনেক ক্ষেত্রেই আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে আদালতের বাইরে এসব মামলার মীমাংসা হয়ে যায়। সেক্ষেত্রে আইনের সঠিক বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত হন নির্যাতিতারা। এই রায়ের পরে 'ষড়যন্ত্রকারীদের' বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হলে ভবিষ্যতে আইনের বিচার থেকে নির্যাতিতারা আর বঞ্চিত হবে না। আইনজীবী অভীক সিংহ বলেন, "এমন রায় সত্যিই দৃষ্টান্তমূলক।"

আদালত সূত্রে খবর, প্রায় এক

এরপর ২ পাতায় ▶

বাদ পড়েছিল স্কুলের নাম, আদালতের নির্দেশে নতুন নাম পেল 'ডিপিএস নর্থ কলকাতা'

নতুন পরিচয় পেল দক্ষিণেশ্বরের 'দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস), নর্থ কলকাতা'। দিল্লি ডিপিএস সোসাইটি থেকে ওই স্কুলটির নাম বাদ পড়ার কারণে এত দিন চিন্তায় ছিলেন অভিভাবকেরা। শুক্রবার কলকাতা হাই কোর্টের নির্দেশে সেই সমস্যার নিরসন হল। আদালত জানিয়েছে, এখন থেকে ওই স্কুলটি 'জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল', এই নামটি ব্যবহার করতে পারবে।

গত ফেব্রুয়ারিতে ডিপিএস সোসাইটি থেকে হঠাৎ বাদ যায় ডিপিএস, নর্থ কলকাতা। ডিপিএস সোসাইটি জানায়, ওই স্কুলের সঙ্গে তাদের কোনও সম্পর্ক নেই। এই অবস্থায় সিবিএসই বোর্ডের অধীনে থাকা ওই স্কুলের নাম বাদ যাওয়ার কারণে ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ ঘিরে তৈরি হয় দুশ্চিন্তা। সমস্যায় পড়েন প্রাক্-মাধ্যমিক পড়ুয়ারাও। কারণ মাধ্যমিকে পরীক্ষা দিতে গেলে সাধারণত বোর্ডের রেজিস্ট্রেশন হয় নবম শ্রেণিতে। যে হেতু স্কুলটি বোর্ড চ্যুত ছিল, তাই তা-ও সম্ভব হয়ে ওঠেনি। এমতাবস্থায় ডিপিএস সোসাইটিতে পুনরায় নাম

এরপর ৩ পাতায় ▶

বিধানসভা ভোটে ভরাডুবির পিছনে কৌশলগত ভুল

বিধানসভা ভোটে রাজ্যে শূন্য হয়ে যাওয়ার পরে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে অগ্নি-বর্ষণের মুখে পড়ল বাংলার সিপিএম! নির্বাচনী কৌশলে ভুল পথে হেঁটেই বাংলায় বামেদের ভরাডুবি হয়েছে, এই অভিযোগে সরব হলেন কেরল, অন্ধ্রপ্রদেশ, তেলঙ্গানা-সহ একাধিক রাজ্যের নেতারা। 'মোদী এবং দিদি'কে এক করে দেখাও বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ কি না, সেই চলতি বিতর্কও উঠে এসেছে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্দরে। বাংলার নেতারা অবশ্য পাল্টা সওয়াল করেছেন, বৃহত্তর গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ ঐক্য গড়ে তোলার পক্ষে বিগত পাটি কংগ্রেসে গৃহীত লাইন মেনেই তাঁরা এ রাজ্যে নির্বাচন লড়েছেন। ভোটে সাফল্য না পাওয়ার জন্য কৌশলগত ভুলকেই আলাদা করে দায়ী করা যায় না।

কেন্দ্রীয় কমিটির নিশানায় বাংলা সিপিএম

বিপর্যয়ের কারণ সবিস্তার ব্যাখ্যা করেছে রাজ্য কমিটি।

সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির তিন দিনের যে বৈঠক শুরু হয়েছে শুক্রবার, তার প্রথম পর্বে রয়েছে পাঁচ রাজ্যের নির্বাচনী পর্যালোচনা। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের দফতরে বসেই ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশগ্রহণ করছেন এ রাজ্য থেকে কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যেরা। প্রথম দিনে কম-বেশি ৩৭ জন বক্তা ছিলেন। দলীয় সূত্রের খবর, নজিরবিহীন সাফল্যের জন্য কেরলের সিপিএম যেমন তারিফ কুড়িয়েছে, তেমনই বেনজির ভরাডুবির জন্য সমালোচনার মুখে পড়েছেন বঙ্গ

এরপর ৩ পাতায় ▶

পেট্রল-ডিজেল অমিল পাম্পে

ট্যাঙ্কার সংগঠনের ধর্মঘটে বাড়তে পারে ভোগান্তি

হাওড়া এবং কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলার পেট্রল পাম্পে পাওয়া যাচ্ছে না জ্বালানী। শুক্রবার ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠক ভেস্তে যাওয়ায় অনির্দিষ্টকালের ধর্মঘটে অনড় রাজ্যের অয়েল ট্যাঙ্কার সংগঠন। যার জেরে হাওড়া, কলকাতা, নদিয়া এবং দুই ২৪ পরগনা জেলায় প্রায় ১ হাজার পাম্পে শুক্রবার সন্ধ্যায় পেট্রল-ডিজেল অমিল। ফলে ওই পেট্রল পাম্পগুলি থেকে তেল না পেয়ে ফিরে গিয়েছেন দু'চার চাকার মালিকেরা। এ ভাবে ধর্মঘট চলতে থাকলে ভোগান্তি বাড়বে বলে আশঙ্কা পেট্রল পাম্প মালিকদের।

পরিবহণ ভাড়া বৃদ্ধি-সহ একাধিক দাবিতে রাজ্যে জুড়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ধর্মঘট ডেকেছে রাজ্যের অয়েল ট্যাঙ্কার মালিকদের সংগঠন। যদিও শুধুমাত্র হাওড়া জেলার মৌরিগ্রাম ডিপোতেই এই ধর্মঘট পালিত হচ্ছে। সেখানে বৃহস্পতিবার থেকে শুরু হয়েছে আন্দোলন।

সমাধানসূত্র বার করার জন্য শুক্রবার মৌড়িগ্রামে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে ট্যাঙ্কার মালিকদের সংগঠনের বৈঠক হয়। কিন্তু সে বৈঠকে কোনও সমাধানসূত্র বার হয়নি। বৈঠকের পর ওয়েস্ট বেঙ্গল ট্যাঙ্কার অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়, তাদের দাবিগুলি মেনে নেওয়া হয়নি। ফলে আপাতত অনির্দিষ্টকালের জন্য এই ধর্মঘট চালিয়ে যাবেন তারা। এতেই তৈরি হয়েছে আশঙ্কা। পাম্প মালিকদের সংগঠন ওয়েস্ট বেঙ্গল পেট্রল ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশনের যুগ্ম সম্পাদক প্রসেনজিৎ সেন শুক্রবার বলেন, "ধর্মঘট চলতে থাকলে কলকাতা এবং হাওড়া ছাড়াও এর পার্শ্ববর্তী জেলার পাম্পগুলি শুকিয়ে যাবে। তেলের অভাবে যানবাহন চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে ভয়াবহ পরিস্থিতি তৈরি হবে। জনজীবনে ব্যাপক প্রভাব পড়বে।" ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষের অবশ্য দাবি, আলোচনার মাধ্যমেই সমস্যা সমাধানের চেষ্টা চলছে।

স্বাধীনতা-সপ্তাহে টানা গেরুয়া কর্মসূচি

প্রত্যাশা জাগিয়েও বিধানসভা ভোটে জিতে রাজ্যে ক্ষমতা দখল অধরা থেকে গিয়েছে বিজেপির। তবে প্রধান বিরোধী দল হিসাবে উঠে এসেছে তারা। এই বিরোধের ঝাঁজ বাড়াতে আগামী ৯ অগস্ট থেকে ১৬ অগস্ট পর্যন্ত সপ্তাহব্যাপী প্রতিদিন জেলায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিজেপি।

বিজেপি সূত্রের খবর, ৯ অগস্ট ভারত ছাড়ো আন্দোলনের সূচনা দিবস স্মরণের পাশাপাশি শহিদ দিবস পালন করা হবে। এছাড়া, রাজনৈতিক হিংসা এবং ভুয়ো প্রতিষেধক কাণ্ডের প্রতিবাদ জানিয়ে বিজেপির যুব মোরমচার উদ্যোগে প্রতিটি মণ্ডলে মশাল মিছিল করা হবে। দলের জেলা নেতৃত্বের নির্দেশ, কোভিড বিধি মেনে প্রতিটি মণ্ডলে ৫০ জনকে নিয়ে ওই মশাল মিছিল করতে হবে।

১০ অগস্ট স্বচ্ছতা অভিযান কর্মসূচি পালনে স্বাধীনতা সংগ্রামী ও মনীষীদের মূর্তি পরিষ্কার করা এবং এলাকায় সাফাই অভিযান চালাবে বিজেপি। জেলার প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় ওই কর্মসূচি হবে। নেতৃত্বে থাকবেন রাজ্য নেতৃত্বও। ১১ অগস্ট বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর স্মরণে প্রতি বুথে চারারোপণ করা, স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং শহিদ পরিবারের বাড়িতে গিয়ে সংবর্ধনা দেবেন দলের নেতৃত্ব। ১২ অগস্ট প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র এবং দলের জেলা কেন্দ্রে কাবাডি এবং ফুটবল খেলার আয়োজন করা হবে। এতে দলের মণ্ডল ও জেলা নেতৃত্ব অংশ নেবেন। ১৩ অগস্ট বিজেপি মহিলা মোর্চার উদ্যোগে হলদিয়ায় র‍্যালি হবে। ১৪ অগস্ট বিজেপির বুদ্ধজীবী সেলের উদ্যোগে 'দেশভাগ ও বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ' বিষয়ে সেমিনার হবে কাঁথিতে। আর ১৫ অগস্ট প্রতিটি বুথ, মণ্ডল ও জেলা কেন্দ্রে স্বাধীনতা দিবস পালন করতে পালন করা হবে। ১৬ অগস্ট 'পশ্চিমবঙ্গ বাঁচাও দিবস' পালন করা হবে।

বিজেপির জেলা (তমলুক) সভাপতি নবারুণ নায়েক বলেন, "উর্ধতন নেতৃত্বের নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ৯ অগস্ট থেকে ১৬ অগস্ট পর্যন্ত প্রতিদিন নানা কর্মসূচি পালনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। কোভিড সতর্কতা বিধি মেনেই সব কর্মসূচি হবে। এই বিষয়ে দলের মণ্ডল ও মোর্চা নেতৃত্ব প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবেন।"

দামোদরের ভাঙনে চাষের জমি

▶ প্রথম পাতার পর

আড়াই কিলোমিটার এলাকায় ফের ভাঙন শুরু হয়েছে। এ বার কতটা জমি নদের গর্ভে তলিয়ে যাবে, তা নিয়ে দুশ্চিন্তা হচ্ছে।" সনাতন মাল, মৃত্যুন মালের মতো অন্যান্য চাষির অভিযোগ, "ফি বছর অমরপুরের চাষিরা জমিহারা হচ্ছে। অথচ ভাঙন আটকাতে কোনও ব্যবস্থাই নেওয়া হচ্ছে না। দামোদরে জল বাড়লে নেতা-মন্ত্রীরা এসে ছবি তুলে চলে যায়। কাজের কাজ কিছুই হয় না।"

চাষিদের অভিযোগ উড়িয়ে দিতে পারেননি জ্যোৎশ্রীরাম অঞ্চল তৃণমূলের যুব সভাপতি রফিকুল ইসলাম। তিনি বলেন, "অমরপুর এলাকায় চাষের জমি যে ভাবে তলিয়ে যাচ্ছে, তা সত্যিই উদ্বেগের বিষয়। পুরশুড়া এবং চাপাডাঙার সেচ দফতরের অফিসে ভাঙনের বিষয়ে গত ১০ বছর ধরেই জানিয়ে আসছি। কিন্তু কোনও সুরাহা হয়নি।" তবে জামালপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মেহমুদ খানের দাবি, "অমরপুরে দামোদরের পাড়ের ভাঙন সরেজমিনে দেখে এসেছি। ভাঙন রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে।" একই আশ্বাস দিয়েছেন জামালপুর ব্লকের বিডিও শুভঙ্কর মজুমদার। অন্য দিকে, পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদের সহ-সভাধীপতি দেবু টুডুর আশ্বাস, "দামোদরের ভাঙন রোধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।"

কর্মহীনদের কাজ দিতে চলছে প্রশিক্ষণ: বেচারাম

পশ্চিম বর্ধমান জেলায় কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষিত বেকারদের স্পঞ্জ আয়রন, ইস্পাত কারখানা-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজের জন্য প্রশিক্ষণ দিতে উদ্যোগী হয়েছে রাজ্যের শ্রম দফতর। শুক্রবার আসানসোলে এসে এমনটা জানালেন রাজ্যের শ্রমমন্ত্রী বেচারাম মান্না। এ বিষয়ে আঞ্চলিক শ্রম কমিশনার ও কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রগুলিকে প্রয়োজনীয় প্রকল্প তৈরির পরামর্শও দিয়েছেন তিনি।

এ দিন আসানসোলের শ্রম ভবনে আয়োজিত আসানসোল জোনের যুগ্ম কমিশনার এবং আঞ্চলিক কমিশনার-সহ

কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রের আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করেন মন্ত্রী। তিনি বলেন, "রাজ্যে পাট শিল্পে এই মুহূর্তে ৭০ হাজার থেকে এক লক্ষ লোক নিয়োগ করতে হবে। এই শিল্পে কাজ করতে যাঁরা আগ্রহী, তেমন বেকারদের রাজ্য জুড়ে বিভিন্ন কর্ম বিনিয়োগ কেন্দ্রে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। ২০ অগস্টের মধ্যে প্রশিক্ষণ পর্ব শেষ করে নিয়োগ প্রক্রিয়া শুরু হবে।" শ্রম দফতর এ-ও জানিয়েছে, শিল্পোদ্যোগীরা পাট শিল্পে রাত-'পালি'তে (নাইট শিফ) মহিলা কর্মীদের কাজ করানোর জন্য আর্জি জানিয়েছেন। শিল্প-আইনে বিষয়টি নিয়ে নিষেধ থাকলেও, এ প্রসঙ্গে ভাবনাচিন্তা করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকেরা।

বেচারামবাবু বলেন, "পশ্চিম বর্ধমান জেলায় প্রচুর শিল্প রয়েছে। সেখানে কর্মসংস্থানের জন্য বেকারদের প্রশিক্ষণ ও নিয়োগের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।" তাঁর নির্দেশ "শিল্পোদ্যোগীরা কারখানা স্থাপনে আগ্রহী হলে তাঁদের দ্রুত প্রয়োজনীয় শংসাপত্র দিতে হবে।"

বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠনের সঙ্গেও বৈঠক করেন মন্ত্রী। সেখানে আইএনটিটিইউসি জেলা সভাপতি বিশ্বনাথ পাড়িয়াল, সিটুর জেলা সম্পাদক বংশগোপাল চৌধুরী প্রমুখ জেলার শ্রম-ক্ষেত্রে শ্রমিকের স্বার্থ লঙ্ঘন, কোভিড-পরিস্থিতিতে ছাঁটাই-সহ বেশ কিছু অভিযোগ করেন। বংশগোপালবাবুর অভিযোগ, "অনেক সময়েই মালিক পক্ষ বেতন-চুক্তি লঙ্ঘন করছেন।" বন্ধ কারখানার জমিতে প্রোমোটারি করা যাবে না, এমন দাবিও জানায় সিটু। তবে মন্ত্রী এ দিন দাবি করেন, ছাঁটাইয়ের কোনও অভিযোগ এখনও আসেনি।

নাবালিকা গণধর্ষণে কড়া রায়

▶ প্রথম পাতার পর

বছর আগে গঙ্গারামপুর থানার বাসিন্দা ১৫ বছরের এক আদিবাসী মেয়েকে গণধর্ষণের অভিযোগ ওঠে প্রতিবেশী তিন যুবকের বিরুদ্ধে। গঙ্গারামপুর থানায় অভিযোগ হতেই পকসো আইনে মামলা দায়ের হয়। মেয়েটির বয়ান আদালত লিপিবদ্ধ করে। এরই মধ্যে আদালতে একটি আবেদন জমা করেন মেয়েটির মা ও বাবা এবং এক অভিযুক্তের মা। তাদের আবেদন, মেয়েটির বয়স যখন আঠারো বছর হবে তখন তাদের দু'জনের বিয়ে দেওয়া হবে। তাই অভিযুক্তদের জামিন দেওয়া হোক।

এমন 'অদ্ভুত' ও 'বেআইনি', আবেদন দেখেই নড়েচড়ে বসেন বিচারক। তার পরেই তিনি রায় দেন। অভিযুক্ত তিন জনের জামিন বাতিল করে বিচারক রায়ে বলেন, যারা আদালতের বাইরে এই 'বেআইনি' মীমাংসার সঙ্গে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে অবিলম্বে আইনগত ব্যবস্থা নিতে হবে। সেই সঙ্গে যে মা ধর্ষকের সঙ্গে বিয়ে দিতে সম্মতি দেন সেখানে মেয়ে নিরাপদ নয়, তাই বিচার না পাওয়া পর্যন্ত তাকে নিরাপত্তার সঙ্গে চাইল্ড ওয়েলফেয়ারের কাছে রাখতে হবে।

গঙ্গারামপুর থানার আইসিকে বিচারক নির্দেশ দিয়েছেন, এই নির্দেশের পরে তিনি কী ব্যবস্থা নিয়েছে তা আগামী ১৬ অগস্টের মধ্যে আদালতে জানাতে হবে। সরকারি আইনজীবী প্রতুল মৈত্র বলেন, "অনেক সময়ই টাকার বিনিময়ে এমন বেআইনি কাজ হয়। বিচার পান না নির্যাতিতারা। এই রায় তাদের বিচার সুনিশ্চিত করতে সহায় হবে।" গঙ্গারামপুর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক দীপকুমার দাস বলেন, "বিচারকের নির্দেশ অনুযায়ী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।"

দেউলভিড়ায় প্রত্নসামগ্রী উদ্ধারে বাধা

শুভ্রপ্রকাশ মণ্ডল

উদ্ধারের পরে প্রত্নসামগ্রী নিয়ে এলাকাতেই সংগ্রহশালা তৈরি করতে হবে, এমনই দাবি তুলে প্রত্নতত্ত্বস্থল খননের কাজ বন্ধ করে দিলেন গ্রামবাসী। শুক্রবার পুরুলিয়ার পাড়া ব্লকের হড়কতোড় গ্রামের ঘটনা।

শুক্রবার থেকে সেখানে খনন শুরু করেছিল রাজ্য তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার। ওই দলের নেতৃত্বে থাকা বরিষ্ঠ প্রত্নতাত্ত্বিক প্রকাশচন্দ্র মাইতি বলেন, "স্থানীয় লোকজনের আপত্তিতে আপাতত হড়কতোড়া মৌজায় খনন কাজ বন্ধ করতে হয়েছে। পাড়ার বিডিওকে জানিয়েছি।" বিডিও (পাড়া) গৌতম মণ্ডল বলেন, "খননকারী দলের সদস্য ও গ্রামবাসীর সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা করব।"

পাড়া ব্লক সদর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে হড়কতোড়া গ্রামেই আছে দেউলভিড়া নামের রাজ্য সরকারের সংরক্ষিত ওই প্রত্নতত্ত্বস্থল। কমবেশি এক বিঘা জমি জুড়ে একটি ঢিপির উপরে ছড়িয়েছিটিয়ে ছিল প্রচুর মাটির শিবলিঙ্গ, খোদাই করা পাথর, প্রাচীন ইট প্রভৃতি। ঢিপি থেকে পাওয়া গিয়েছে ছ'টি অতি প্রাচীন পাথরের মূর্তি। সেগুলি গ্রামের বাসিন্দারা সংরক্ষিত করে রেখেছেন পাশের একটি মন্দিরে।

লোকগবেষকদের একাংশের মতে, দেউলভিড়ার নিদর্শনগুলি সম্ভবত নবম-দশম শতাব্দীর। পুরুলিয়ার লোক গবেষক সুভাষ রায়ের মতে, "দেউলভিড়া ছিল জৈন ধর্মালম্বীদের তীর্থস্থল। দেউলভিড়াতে পাওয়া মূর্তিগুলির একটি জৈন তীর্থঙ্কর ঋষভনাথের, বাকিগুলি সম্ভবত জৈন তীর্থঙ্করদের শাসন দেবদেবীর মূর্তি।"

প্রশাসন সূত্রের খবর, ওই প্রত্নতত্ত্বস্থলে খনন করতে চেয়ে রাজ্যের প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয় অধিকার অনুমতি চায় কেন্দ্রের পুরাতত্ত্ব সর্বক্ষণের কাছে। গত বছরেই হড়কতোড়া মৌজায় খননের ছাড়পত্র দেওয়া হয়। কিন্তু করোনা সংক্রমণের জেরে সে কাজ সম্ভব হয়নি। এ বার ফের অনুমতি পেয়ে কাজ করতে এসেছেন পুরাতাত্ত্বিকেরা।

এ ব্যাপারে জুলাই মাসের শেষ দিকে প্রশাসনের সাহয্য চেয়ে পাড়া ব্লক প্রশাসনকে চিঠি দিয়েছিলেন প্রত্নতত্ত্ব ও সংগ্রহালয়ের অধিকর্তা। বুধবার খননকারী দলের সদস্যেরা দেউলভিড়ায় এসে সমীক্ষা-সহ অন্য কাজ মেটান। শুক্রবার দুপুর ১২টা নাগাদ ওই দলের আট জন সদস্য ঢিপিতে খোঁড়াখুড়ির প্রাথমিক কাজ শুরু করার পরেই গ্রামবাসীর একাংশ উপস্থিত হয়ে তাঁদের বাধা দেন বলে অভিযোগ। দাবি করা হয়, খোঁড়াখুড়ি করে পাওয়া দেবদেবীর মূর্তি, শিবলিঙ্গ গ্রাম থেকে নিয়ে যেতে দেওয়া হবে না। গ্রামবাসীর মধ্যে উমাপদ মিশ্র, দয়াল মিশ্রেরা দাবি করেন, "প্রত্ন সামগ্রী নিয়ে আমাদের গ্রামেই সংগ্রহশালা তৈরি করতে হবে। এ ব্যাপারে আশ্বাস না পাওয়া পর্যন্ত খননকাজ বন্ধ রাখতে হবে।" হড়কতোড়ের বাসিন্দা তথা তৃণমূলের পাড়া ব্লকের সহ-সভাপতি প্রকাশ মুখোপাধ্যায় বলেন, "গ্রামবাসীর দাবি প্রশাসনকে জানাব।"

দেউলভিড়া থেকে প্রাপ্ত পুরাকীর্তি এলাকাতেই সংগ্রহশালা করে রাখা হোক বলে দাবি করছেন লোক গবেষক সুভাষবাবুও। তিনি বলেন, "খননকাজ বন্ধ করা সমর্থনযোগ্য নয়। কিন্তু পুরুলিয়ার সুইসা ও পাকবিড়রায় যে ভাবে সংগ্রহশালা তৈরি করে পুরাকীর্তিগুলি রাখা হয়েছে, একই ভাবে দেউলভিড়াতেও তা করা হোক।"

খননকারী দলের বক্তব্য, এ বিষয়ে তাঁদের সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার নেই। তবে এ বার খননকাজ বন্ধ হয়ে গেলে ভবিষ্যতে হড়কতোড়ে খননের অনুমতি পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে তাঁদের।

নতুন নাম পেল 'ডিপিএস

▶ প্রথম পাতার পর

নথিভুক্ত করার জন্য আদালতের দ্বারস্থ হন ডিপিএস, নর্থ স্কুলের কর্তৃপক্ষ। অভিভাবকরাও আইনি প্রক্রিয়ায় সমাধান করতে এগিয়ে আসেন।

দক্ষিণেশ্বরের ওই স্কুল কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে প্রথমে দিল্লি হাই কোর্টের আপিল করেন। সেখানে থেকে তাঁদের কলকাতা হাই কোর্টে মামলা করতে বলা হয়। তার পর তাঁরা মামলা করেন কলকাতা হাই কোর্টে। শুক্রবার উচ্চ আদালতে ছিল সেই মামলার শুনানি। ডিভিশন বেঞ্চের বিচারপতিরা জানান, জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুল, দক্ষিণেশ্বর - এই নাম ব্যবহার করতে পারবে ডিপিএস নর্থ স্কুল। ফলে নতুন নামে পরিচিত হল স্কুলটি। অন্য দিকে, আগের মতো এটিও একটি সিবিএসই স্কুলের মর্যাদা পাওয়ায়, আপত্তি জানাননি অভিভাবকরা। এবং ওই নাম ব্যবহারে কোনও আপত্তি নেই গোয়েঙ্কা স্কুল কর্তৃপক্ষেরও। ফলে আদালতের এই রায়ের পর খুশি অভিভাবকরাও। আর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্য এখান থেকেই রেজিস্ট্রেশন করতে পারবে প্রায় তিন হাজার পড়ুয়া।

বলাগড়ের দলীয় নেতারাই বিধানসভা ভোটে হারিয়ে দিতে চেয়েছিল

বিস্ফোরক বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী

নিজের দলের নেতাদের বিরুদ্ধে নেটমাধ্যমে তোপ দাগলেন বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপারী। বুধবার রাতে ফেসবুকে তাঁর দাবি, বলাগড় বিধানসভা কেন্দ্রে জিতলেও ওই এলাকার দলীয় নেতাদের একাংশের কাছে তিনি বহিরাগত। জেতার পরেও বলাগড়ে কাজ করতে দেওয়া হচ্ছে না তাঁকে। তাঁর বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত স্তরে কটূক্তিও করা হচ্ছে। এমনকি, ওই নেতারাই তাঁকে ভোটে হারানোর চেষ্টা করেছিলেন বলে অভিযোগ তাঁর। যদিও বিধায়কের এই বিস্ফোরক মন্তব্যগুলি যে দলকে বিড়ম্বনায় ফেলার জন্য করা, তেমনই পাল্টা দাবি করেছেন মনোরঞ্জনের নিশানায় থাকা বলাগড়ের ওই নেতারা।

হুগলির বলাগড়ে জিরাট কলেজে টাঙানো পোস্টারে দলীয় নেতাদের ছবি নিয়ে বিধায়কের সঙ্গে গন্ডগোলের সূত্রপাত। ওই পোস্টারে বলাগড়ের প্রাক্তন বিধায়ক অসীম মাঝি এবং জেলা পরিষদের জনস্বাস্থ্য কারিগরি কর্মাধ্যক্ষ শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি রয়েছে। ওই দু'জনের বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক মনোরঞ্জন। তিনি বলেন, "কোনও কলেজে বা সরকারি জায়গায় মমতাদির ছবি ছাড়া অন্য নেতার ছবি থাকবে না বলে দলের নির্দেশ। তবে জিরাট কলেজের গেটের সামনে অসীম মাঝি এবং শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেদের ছবি টাঙিয়ে কী বোঝাতে চাইছেন? দিদির এতগুলো জনহিতকর প্রকল্প রয়েছে, সে ছবি টাঙানো উচিত। কিন্তু কোনও ব্যক্তি বিশেষের ছবি থাকবে না। এমনকি আমারও ছবি রাখা হবে না। শুধুমাত্র মুখ্যমন্ত্রীর ছবি থাকবে। আমাকে জিরাট কলেজের সভাপতি করেছে সরকার ও দল। অসীম এবং শান্তনুর অনুগামীরা কলেজে ছবি লাগিয়ে গন্ডগোল পাকাচ্ছে। এর কারণটা কি?"

এতেই থামেননি মনোরঞ্জন। ওই দুই নেতাই সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা ভোটে তাঁকে হারানোর চেষ্টা করেছেন বলেও অভিযোগ করেছেন। বিধায়কের কথায়, "আমি বহিরাগত বলে আমাকে কেউ সহ্য করতে পারছে না। বলাগড়ে অসীম নিজের বুথে ৫০ ভোটে হেরেছে। জিরাটের বুথে আমার হার হয়েছে। অসীমের কাছে এটাই কি পাওনা? আমার ভোটপ্রচারের সময় শান্তনু একটাও মিছিল-মিটিংয়ে ছিল না।"

বিধানসভা ভোটে ভরাডুবি

▶ প্রথম পাতার পর

সিপিএমের নেতৃত্ব। বামফ্রন্ট তার পুরনো ঐতিহ্য ধরে রেখে বাম ঐক্যের উপরে নির্ভর করে ভোটে লড়লেই ভাল করত বলে মত দিয়েছেন অনেকে। দলের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব কংগ্রেসের প্রতি 'দুর্বলতা' দেখিয়েছেন এবং বাংলায় বিপর্যয়ের দায় তাঁরাও এড়াতে পারেন না এই কথা বলে নাম না করে সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির প্রতিও ইঙ্গিত করেছেন কেউ কেউ।

বাংলা থেকে নেতারা অবশ্য পাল্টা যুক্তি দিয়েছেন, বিজেপিকে সাঙ্ঘাতিক বিপদ বলে চিহ্নিত করে লড়াই করব আবার কংগ্রেসের থেকেও সমদূরত্ব রাখব এই লাইন দলে আগেই খারিজ হয়ে গিয়েছে। বাংলাতেও তাঁরা বিজেপি এবং তৃণমূলকে এক করে দেখেননি, তবে দু'দলেরই বিরোধিতা করেছেন। প্রচারে কিছু বক্তব্যে যে বিজেপি ও তৃণমূলকে এক করে দেখা সংক্রান্ত 'বিভ্রান্তি' তৈরি হয়েছিল, তা তাঁরা ইতিমধ্যেই স্বীকার করে নিয়েছেন এবং ভুল সংশোধন করেই দুই শাসক দলের বিরুদ্ধে আন্দোলনে এগোচ্ছেন।

একটি উপন্যাসের জন্য

নিঃসঙ্গ মার্সেল প্রুস্ত। সাহিত্যের জন্যই নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন সমাজ থেকে।

রাহুল দাশগুপ্ত

এক জন জিনিয়াসের কাজ সহজে মানুষের স্বীকৃতি ও প্রশংসা পায় না, কারণ তাঁর কাজ অন্যদের সঙ্গে মেলে না, একমাত্র যারা বিরল মনের অধিকারী তাঁরাই সেই কাজের সমঝদার হতে পারেন।' লিখেছিলেন মার্সেল প্রুস্ত। বিশ শতকের উপন্যাসে যিনি যুগান্তকারী অবদান রেখেছেন, সাহিত্যের ইতিহাসে যার উচ্চাকাঙ্ক্ষা বোধহয় তুলনাহীন, সেই প্রুস্তের দেড়শো বছর পূর্ণ হল গত ১০ জুলাই।

জীবনের শেষ বারো বছর তিনি প্রায় নিঃসঙ্গ জীবন কাটিয়েছেন, স্বেচ্ছায় ঘরবন্দি হয়ে থেকেছেন, শুধুমাত্র এমন একটি উপন্যাস লিখবেন বলে, যা লেখার কথা তিনি ছাড়া আর কেউ কখনও কল্পনাও করতে পারেননি। জীবনকে যে এত গভীর ভাবে দেখা যায়, এত খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করা যায়, সমাজ ও মানুষের ভিতরে যে এই ভাবে তন্নতন্ন করে অন্বেষণ চালানো যায়, প্রুস্তই তা প্রথম দেখালেন। তাঁর উপন্যাস যেন ভাষার এক অবিস্মরণীয় স্থাপত্য, তিলে তিলে নিজেকে ক্ষয় করে যাকে তিনি রেখে গেছেন ভবিষ্যতের পাঠকের জন্য।

প্রুস্তের জীবন এবং উপন্যাস যেন একাকার হয়ে গেছে। কোন জীবন কাটালে এক জন লেখক ওই স্তরের একটি উপন্যাস লিখতে পারেন, কতটা সাধনা থাকলে এক জন শিল্পী নিজের প্রতি অমন নির্মম হয়ে উঠতে পারেন, সমস্ত সামাজিক প্রলোভন থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন করে একদম ডুবে যেতে পারেন নিজের সৃষ্টির জগতে, তা শুধুমাত্র ওই উপন্যাসটি পাঠ করলেই বোঝা সম্ভব। এই উপন্যাসের ঘটনাবলি ও চরিত্র খুব কম। গদ্য এবং উপস্থাপনাই এই উপন্যাসের মূল সম্পদ। এ প্রসঙ্গে একটি চিঠিতে প্রুস্ত লিখেছিলেন, 'এই প্রথম আমি মনের দিকে তাকিয়েছি। আমার জীবনের শূন্যতা আমি উপলব্ধি করেছি।'

মার্সেল প্রুস্তের জন্ম হয়েছিল ১৮৭১ সালের ১০ জুলাই প্যারিস শহরের কাছে ওত্যইয়ে। ১৮৮১ সালের বসন্তে, প্রুস্তের তখন নয় বছর বয়স, রাস্তায় হেঁটে ফেরার সময় তাঁর প্রবল হাঁপের টান ওঠে। এই শ্বাসকষ্টের জন্যই ক্রমে তিনি বাইরের জীবন থেকে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ফলে এই দীর্ঘ নিঃসঙ্গতা তাঁকে তাঁর মহাকাব্যিক উপন্যাস লেখার প্রয়োজনীয় সময় দিয়েছিল। চার পাশে সব কিছু সম্পর্কে একটা গভীর সচেতনতা, কাব্যগুণসম্পন্ন লেখার ক্ষমতা যা প্রায়ই বেদনাবোধের সঞ্চার করে, হয়ে ওঠে তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য।

ছোটবেলা থেকেই প্রুস্ত ছিলেন আবেগপ্রবণ। স্কুল জীবনে দু'বছর ফরাসি কবি স্তেফান মালার্মে ছিলেন তাঁর ইংরেজির শিক্ষক। ১৮৯৬ সালের জুনে প্রুস্তের প্রথম গল্পগ্রন্থ 'প্লেজার্স অ্যান্ড ডেজ' তাঁর নিজের খরচে প্রকাশিত হয়। এই বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন, নোবেল-বিজয়ী ফরাসি ঔপন্যাসিক আনাতোল ফ্রাঁস। এর পরই প্রুস্ত ফরাসি বুদ্ধিজীবী মহলের কেন্দ্রে চলে আসেন। সামাজিক আদবকায়দা ও নাটকীয়তার দিকে প্রশ্নাতীত ভাবে তাঁর আকর্ষণ ছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে সময় ও শক্তির এই অপব্যয়, সামাজিক জীবনের ফাঁপা দম্ভ ও ফাঁকিবাজি করে সাফল্য অর্জনের চেষ্টা তাঁকে ভাবাতে থাকে। প্রুস্ত উপলব্ধি করলেন, এমন একটা লেখা তাঁকে লিখতে হবে, যা শুধুমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব এবং শুধু এই লেখার জন্যই তাঁকে বাঁচতে হবে।

স্বাস্থ্যের জন্য দুশ্চিন্তা, ক্রমশ বেড়ে ওঠা মৃত্যুভয়, লেখক হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা এবং ঠিক কোন লেখাটা কী ভাবে লিখলে তাঁর প্রতিভাকে প্রকাশ করতে পারবেন, এই অনিশ্চয়তা তাঁকে ক্রমশ আরও বেশি করে নিঃসঙ্গতার দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। নিজের মানসিক চাপ ও আশঙ্কাকে তিনি লিপিবদ্ধ করলেন চার বছর ধরে একটু একটু করে লেখা একটি নভেলের কিছু অংশে। ১৮৯৫-৯৯ সময়কালে লেখা আত্মজীবনীমূলক সুদীর্ঘ উপন্যাস 'জঁ সাঁত্যই'—এ দেখা যায় এক জন যুবকের করুণ অথচ রোমাঞ্চকর জীবনের কিছু টুকরো ছবি। ৮০০ পৃষ্ঠার মতো লেখার পরও প্রুস্ত পাণ্ডুলিপিটি বাতিল করে দেন। প্রুস্তের মৃত্যুর অনেক পরে অসমাপ্ত 'জঁ সাঁত্যই' প্রকাশিত হয় ১৯৫২ সালে। পাণ্ডুলিপিটি পাওয়া গেছিল একটি টুপির বাক্সের মধ্যে।

ত্রিশ বছর বয়সেই প্রুস্তের খামখেয়ালি ব্যবহার প্রবল হয়ে ওঠে। বিকেলের দিকে ঘুম থেকে উঠতেন, ভোরবেলা ঘুমোতে যেতেন। ১৯০৫ সালে মায়ের মৃত্যুর পরের চার বছরে তাঁর জীবন একেবারে বদলে গেল। প্রুস্ত বুঝেছিলেন, নিঃসঙ্গতা লেখকের দৃষ্টিকে স্বচ্ছ করে। এই সময় থেকেই তাঁর লেখা আরও বেশি করে আত্মজীবনীমূলক হয়ে ওঠে। তিনি ঘরের দেওয়ালগুলিতে কর্ক কাঠের আস্তরণ আর দরজায় ভারী পর্দা লাগিয়েছিলেন। সব সময় জানলা বন্ধ রাখতেন যাতে নীচের রাস্তা থেকে কোনও শব্দ বা গন্ধ আসতে না পারে। যে ঘরে তিনি লিখতেন ও ঘুমোতেন সেটি যেন ছিল ভূগর্ভস্থ সমাধির মতো। সে ঘর দূষণমুক্ত করার জন্য অনবরত ধোঁয়া দেওয়া হত।

১৯০৯ সালের জানুয়ারি মাসে হঠাৎই এক দিন চায়ের কাপে কিছু শুকনো রুটি উপন্যাসে যেটা কেক হয়ে গেছে ডোবানোর সঙ্গে সঙ্গে অতীতের ঘুমন্ত এক অধ্যায় অপ্রত্যাশিত ভাবে তাঁর সামনে উন্মোচিত হল। 'এগেইন্স্ট স্যাঁৎ বুভ' নামের গদ্যগ্রন্থের ভূমিকায় এই আশ্চর্য ঘটনার বিবরণ লিখতে গিয়ে আরও অনেক পূর্বস্মৃতি তাঁর মনে পড়ে গেল। তাঁর মনে হল, যেন এক সম্পূর্ণ নতুন বইয়ের জন্য কাজ করছেন। ১৯০৯ সাল থেকেই এই বইয়ের চিন্তা প্রুস্তের মনোজগৎ অধিকার করে বসে এবং জীবনের অবশিষ্ট বছরগুলোয় একচ্ছত্র অধিকার চালিয়ে যায়।

১৯১০ সাল থেকেই প্রুস্ত তাঁর নিজের ঘরে স্বেচ্ছানির্বাসিত হলেন এবং সম্পূর্ণ ভাবে তাঁর স্বপ্নের উপন্যাসের জন্য কলম ধরলেন। এই মহা-উপন্যাসই, 'আ লা রশেরশ দু ত প্যেরদু' (রিমেমব্রেন্স অব থিংস পাস্ট/ ইন সার্চ অব লস্ট টাইম')। ১৯০৬—১০, এই সময়ের মধ্যেই তাঁর উপন্যাসের কাঠামো মোটামুটি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। অবশ্য গ্রীষ্মের ছুটিগুলো কাটাতে তিনি নর্মান্ডির কাবুর্গের সমুদ্র-উপকূলে যেতেন। এই অঞ্চলটাই পরে তাঁর উপন্যাসে 'বালবেক' নামে এসেছে। এই সময় প্রুস্ত সারা রাত ধরে লিখতেন এবং কলম চালাতেন উত্তেজিত ভাবে। অবশ্য মাঝেমধ্যে তিনি মিউজিক হল বা আর্ট গ্যালারিতে যেতেন।

জীবনের শেষ দিনগুলোয় প্রুস্তের কাছে অসুস্থতাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি শেষ করার অদম্য তাগিদ। তাঁর জীবনের শেষ দু'বছর ছিল মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই। ১৯২২ সালের অক্টোবর মাসের প্রথম দিকে এক কুয়াশার রাতে বেরিয়ে তাঁর ঠান্ডা লাগে এবং ব্রঙ্কাইটিস হয়। নভেম্বরে, জীবনের শেষ মাসে, তিনি তাঁর পরিচারিকা সিলেস্তেকে দিয়ে শপথ করিয়ে নিয়েছিলেন যে, তিনি কোনও ডাক্তার ডাকতে পারবেন না। ১৮ তারিখ, বিকেল চারটের সময় হাঁপানি, ব্রঙ্কাইটিস, প্রোটিন ও ভিটামিনের স্বল্পতা এবং পুষ্টির অভাবে মাত্র একান্ন বছর বয়সে মারা যান এই লেখক।

প্রুস্ত লিখতে চেয়েছিলেন সেই স্বর্গের কথা, যে স্বর্গকে আমরা হারিয়ে ফেলেছি। তিনি মনে করতেন, একটি নতুন দেশকে আবিষ্কারের থেকেও জরুরি হল একটি নতুন চোখকে আবিষ্কার। এই চোখ জীবনের সেই সব অভিজ্ঞতা প্রত্যক্ষ করবে, যেগুলি আমাদের প্রত্যেকের জীবনে ঘটে, অথচ যাদের আমরা খেয়ালই করি না। জীবনের এই অপ্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাই প্রুস্তের রচনার বিষয়। অতি তুচ্ছ দৈনন্দিনতার মধ্যেও তাই তিনি আবিষ্কার করে চলেন দুর্লভ সৌন্দর্য ও নান্দনিকতা, কবিতা ও ছবি, সঙ্গীত—গন্ধ-স্বাদ-স্পর্শ। এই কারণেই প্রুস্ত অনন্য। সতীনাথ ভাদুড়ী লিখেছিলেন, 'জীবনের আপাত—তুচ্ছ ঘটনাগুলোর উপর এত গুরুত্ব তাঁর আগে আর কেউ দেননি।'

প্রুস্তের কাছে শিল্পী হচ্ছেন তিনিই, যার নিজের কাছে সর্বদা এই জিজ্ঞাসাই আছে, 'আমাদের সত্যিকারের জীবন কী?' বাস্তব জগতের একটা জোরালো পুনর্নির্মাণ এই উপন্যাস। মাত্র তিনটি জায়গার কথা ঘুরেফিরে এসেছে, শতাব্দীর প্রথম ভাগের প্যারিস, কমব্রে নামে একটি ছোট প্রাদেশিক শহর, বাস্তবে যে জায়গার নাম 'ইলিয়ার্স' এবং নর্মান সমুদ্রতীরবর্তী ভ্রমণের উপযোগী স্বাস্থ্যকর স্থান বালবেক, বাস্তবে যা আসলে 'কাবুর্গ'।

প্রুস্তের উপন্যাসে মোট সাতটি খণ্ড রয়েছে। 'সোয়ানস ওয়ে' (সোয়ানের পথ) প্রকাশিত হয় ১৯১৩ সালে। গোড়াতেই নামহীন ও বয়সহীন এক জন কথক নিজের কথা বলতে আরম্ভ করে। পরে এক সময় জানা যায়, এই কথকের নামও মার্সেল। শৈশবের একটা স্মৃতির কথা তার মনে পড়ে। মার্সেল সেই রাতে অপেক্ষা করে ছিল মায়ের কাছ থেকে তার প্রাপ্য চুম্বনের জন্য। কিন্তু বাড়িতে অতিথি শার্ল সোয়ান এসেছেন এবং তাঁকে ছেড়ে মা আসতে পারছেন না। মায়ের চুম্বন ছাড়াই আজ তাকে রাত কাটাতে হবে, এই আশঙ্কায় মার্সেলের দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয় বিপন্ন বোধ করতে থাকে। মায়ের কাছ থেকে 'শুভরাত্রির চুম্বন' না পাওয়ায় শিশুটির মনে যে ভয়ানক বিপর্যয় নেমে আসে, প্রুস্ত তার সবিস্তার বর্ণনা দিয়েছেন।

এই খণ্ডের কেন্দ্রে রয়েছে ইহুদি সোয়ান এবং ওদেত্তের সম্পর্ক। সোয়ানের মনের মতো মেয়ে নয় ওদেত্ত, তবু ওই অতি সাধারণ হেঁয়ালি-ভরা নারীর আকর্ষণ থেকে নিজেকে ফেরাতে পারে না শিল্পের জহুরি সোয়ান। ওদেত্তে অভিজাত সমাজে ঘোরাফেরা করে এবং ধনী পুরুষেরা তাঁর প্রণয়াসক্ত হয়। জনৈক প্রত্যক্ষদর্শীর মনে হয়, 'ওর মতো মেধাবী এক জন পুরুষ কেন এ রকম একটা মেয়ের জন্য কষ্ট পাচ্ছে, তা সত্যিই আমার কাছে অস্বাভাবিক লাগে। বুদ্ধিমান মানুষ তখনই অসুখী হতে পারে, যদি যার জন্য সে কষ্ট পাচ্ছে সে তার যোগ্য হয়।' ওদেত্তের প্রতি সোয়ানের ঈর্ষা হয়, তা এক সময় দমেও যায়, তারা বিয়ে করে এবং তাদের একটি মেয়ে হয়। সোয়ানের মনে হয়, 'আমরা যাকে ভালবাসা বা ঈর্ষা বলি, তা আসলে কোনও একক, ধারাবাহিক ও অবিভাজ্য আবেগ নয়। সেই প্রেম ও ঈর্ষা আসলে অজস্র প্রেমের সমাহার, নানা ধরনের ঈর্ষার যোগফল, তারা সবাই ক্ষণজীবী, আর সংখ্যায় অজস্র ও অবাধ বলেই তাদের এক বলে ভ্রম হয়, ধারাবাহিক বলে মনে হয়।'

এর পর এই উপন্যাসের বাকি খণ্ডগুলোও একে একে প্রকাশিত হতে থাকে। সোয়ানের মতো মার্সেলের জীবনেও আসে একের পর প্রেম। সোয়ান এবং ওদেত্তের মেয়ে জিলবার্তেই মার্সেলের জীবনের প্রথম প্রেম। বারো বছর বয়সে প্রুস্ত ভালবেসেছিলেন মারি দ্য বেনারদাকি নামে একটি মেয়েকে। মারির প্রতি তীব্র অনুরাগ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়। 'জিলবার্তে' চরিত্রটির মধ্য দিয়ে আসলে সেই হারিয়ে যাওয়া মেয়েটির ছবিই নিখুঁত ভাবে এঁকেছেন প্রুস্ত। মার্সেল অবশেষে অনুভব করে, যে জিলবার্তে স্বপ্নে আসে আর যাকে বাস্তবে দেখা যায়, তারা মোটেই এক নয়। প্রেম হল কল্পনার এমন এক অহংসর্বস্বতা, যা ভালবাসার পাত্র-পাত্রীর উপস্থিতিতে বেঁচে থাকে না, থাকে অনুপস্থিতিতে।

মার্সেলের জীবনে আর এক ভালবাসার নারী, ডাচেস দ্য গুয়েরমাঁত। ডাচেসের প্রগাঢ় নীল চোখ, অনুপম দৈহিক গড়ন, যেন তিনি কোনও ঐতিহাসিক রোমান্সের নায়িকা। ক্রমে ডাচেসের প্রিয় অতিথিদের অন্যতম বলে স্বীকৃতি পায় মার্সেল। এই পরিচয়ের সূত্রেই অভিজাত সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পনেরো-ষোলো বছরের মার্সেল বালবেকে ঘুরতে গিয়ে এক দল তরুণীকে দেখে আকৃষ্ট হয়, যারা সব সময় অস্থিরচিত্তে সাইকেল নিয়ে ঘোরাঘুরি করত। এদেরই অন্যতম আলবের্তিন সিমোনেত, ঠাকুমা মারা যাওয়ার পর যার সান্নিধ্যে মার্সেল শুশ্রূষা খুঁজতে চেয়েছিল। আলবের্তিন মার্সেলের সঙ্গে প্যারিসের অ্যাপার্টমেন্টে উঠে আসে। তাদের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক হয়। কিন্তু এই প্রেমও স্থায়ী হয় না, আলবের্তিন শেষ পর্যন্ত মার্সেলের অজ্ঞাতসারে নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে চলে যায়। সে বালবেকে ফিরে যায়, সেখানে ঘোড়ার পিঠ থেকে পড়ে তার মৃত্যু হয়। আলবের্তিনের শেষ চিঠি থেকে জানা যায়, সে মার্সেলের কাছে ফিরে আসতে চেয়েছিল।

উপন্যাসের শেষ দিকে দেখা যায়, জিলবার্তে-সোয়ানের বিয়ে সুখের হয়নি এবং যুদ্ধে তার স্বামী মারা গিয়েছে। মার্সেল পারির বাইরে একটা স্যানাটোরিয়ামে দীর্ঘ দিন কাটায়। প্যারিসে ফিরে সে আবিষ্কার করে, সে এমন একটা লক্ষ্যে পৌঁছেছে, যা সে তরুণ বয়সেই ত্যাগ করেছিল। সে একটি উপন্যাস লিখেছে। তার ভুলে ভরা জীবনই তার উপন্যাসের বিষয়বস্তু। আগাগোড়া এই উপন্যাসে সে স্মৃতির পুনরুদ্ধার ও পুনরাবিষ্কার করে যেতে চেয়েছে। এই উদ্দেশ্যে সমাজ-জীবনের অসাড়তা থেকে নিজেকে সে দূরে সরিয়ে নিয়েছে, এমনকি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করার জন্য শিল্পকেই সে হাতিয়ার হিসাবে তুলে নিয়েছে...

জীবনের শেষ দিনগুলোয় প্রুস্তের কাছে অসুস্থতাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি শেষ করার অদম্য তাগিদ। তাঁর জীবনের শেষ দু'বছর ছিল মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই।

Page coming up soon

ধ্যানে নয়, চোখ খুলে দেখতে শেখো

অর্ঘ্য বন্দ্যোপাধ্যায়

একটি ছবি মাস্টারমশাইকে দেখাতে এনেছে ছাত্রটি। দেবী উমা। ছবি জুড়ে একটু-একটু গেরুয়া রঙের আভাস। তা দেখে মাস্টারমশাইয়ের পরামর্শ, 'ছবিতে একটু রঙ দিলে না?... উমাকে একটু সাজিয়ে দাও। কপালে একটু চন্দন-টন্দন পরাও, অন্তত একটি জবাফুল।' ছাত্র ফিরে গেল। কিন্তু শিক্ষকের রাতভর ঘুম আসে না। ভাবেন, প্রিয় ছাত্রটি হয়তো তপস্বিনী উমার পাথরের মতো দৃঢ়, রংহীন এক রূপই দেখেছিলেন। রংহীন সে রূপে কেন থাকবে চন্দন, ফুল!

পুব আকাশে আলো ফুটতেই শিক্ষক মোটর নিয়ে ছোটেন ছাত্রের কাছে। শঙ্কা, রাতেই বুঝি ছবিতে রং চাপিয়ে ফেলেছে ছাত্রটি। তবে তখন ছাত্রটি প্যালেটে রং গুলে ভাবনাচিন্তা করছে। আচম্বিতে শিক্ষকের কড়া নাড়া। বললেন, 'থামো থামো, কি ভুলই আমি করতে যাচ্ছিলুম, তোমার উমা ঠিকই আছে। আর হাত লাগিয়ো না।' ছবিটি 'উমার তপস্যা'। ছাত্র, নন্দলাল বসু। শিক্ষক, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

অবনীন্দ্রনাথ এমনই। কল্পনার আকাশে হংসবলাকার মতো তাঁর ওড়াউড়ি। নিজে ওড়েন, অন্যকেও উড়তে শেখান, তবে তা তাদের মতো করে সুরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অসিতকুমার হালদার, শৈলেন্দ্রনাথ দে, মুকুল দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী... সেই আকাশের এক-একটি উজ্জ্বল দিগন্তের নাম।

তবে ওড়া শেখানোর আগে শিক্ষক পরখ করে নেন, শিক্ষার্থীর মনে আদৌ রঙের ছোঁয়া আছে কি না। নন্দলালকে যেমন পরখ করেন গণেশের ছবি আঁকতে বলে। আবার এক শিল্পী যখন নাড়া বাঁধতে এসে দুর্গার ছবি মেলে ধরেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন, 'কী ভাবে আঁকলে?' শিক্ষার্থীর উত্তর, 'ধ্যানে ব'সে একটা রূপ ঠিক ক'রে নিয়েছিলুম।'

শুনে মাস্টারমশাইয়ের জবাব 'ধ্যানে দেখলে চলবে না, চোখ খুলে দেখতে শেখো, তবেই ছবি আঁকতে পারবে। যোগীর আর শিল্পীর ধ্যানে এইখানে তফাৎ।'

লাল মাছ, পাখির খাঁচা

এই তফাতটা আসলে ছোট থেকেই অবন বুঝতে পারেন, নিছক ছেলেবেলার দুষ্টুমিতে আর চারপাশটা নিংড়ে দেখার মধ্যে। তাঁর জন্ম, ১৮৭১-এর ৭ অগস্ট, বাংলা ১২৭৮-এর ২৩ শ্রাবণ, জন্মাষ্টমীর দিন, বেলা ১২টা ১১ মিনিটে। বাবা, গুণেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মা, সৌদামিনী দেবী।

অবন বা ছোটপিসিমার 'অবা' তখন একরত্তি। তার দায়িত্ব আঁধার-কালো পদ্মদাসীর। বৃদ্ধাবস্থাতেও অবনের স্মৃতি জুড়ে এই মানবী। তেতলার উত্তর-পূর্ব কোণের ছোট্ট ঘরে রাত নামে। দেখেন, অদূরে পিদিমের আলোয় রুপোর ঝিনুক আর বাটি নিয়ে দুধ জুড়োচ্ছেন তিনি। দুধ জুড়োনোর ছন্দে হাত ওঠে-নামে। শিশুমনে নাড়া দেয়, দুধের ধারা পড়ার শব্দ। দুধ খাওয়া সারা হলে, আঁধারের মধ্যে যেন মিশে থাকেন পদ্মদাসী। তাঁর স্পর্শে, ছড়ায়, দত্যি-দানোর গল্পে ঘুম নামে একরত্তি ছেলেটার চোখে।

কিন্তু সকাল হলেই ফের দুষ্টুমি। পদ্মদাসী চিৎকার জোড়েন, 'ছেলে কোথা গো...' লাল শালুর লেপ, তার গায়ে লেপ্টে থাকা পাতলা ওয়াড়। তার ভিতরে ছেলে তখন ঘুমে কাদা। বেশ কাটে দিনগুলো। এক দিন কী হল, ছেলে মানুষ করার বকশিস 'সোনার বিছেহার' আর এক ফর্সা দাসীর সঙ্গে অশান্তির খেসারত হিসেবে কপালে 'রক্তের টিপ' পরে চলে যান পদ্মদাসী। ছেলেটার মন কেমন করে। ভাবে, ওই বুঝি এল... দেশ থেকে খেলনা নিয়ে।

'বোম্বেটে' ছেলের খেলার উপকরণ অবশ্যি বড় কম নয়। দোতলার বারান্দায় জল-ভর্তি টবে খেলা করে লাল মাছের দল। ছেলেটি ভাবে, লাল মাছ তো লাল জলেই থাকা উচিত। অমনি তাতে লাল রং গুলে দেয় সে! রং দেখলেই কি ছেলেটার মন কেমন করে? বাবামশাইয়ের পাখির ভারী শখ... লাল, নীল নানা রঙের পাখি। তাদের খাঁচা তৈরির জন্য আসে চিনে-মিস্ত্রিরা। খাঁচা তো নয়, যেন প্যাগোডা! কী মনে হল, এক দিন দুপুরে মিস্ত্রিরা খেতে গেলে হাতুড়ি, বাটালি হাতে কাঠে ঘা দিতে গেল অবন। ফল, বাটালির খোঁচায় বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগা কেটে রক্তারক্তি!

একটু বড় হলে রামলাল নামে এক জনের তত্ত্বাবধানে এল অবন। ছুরি-কাঁটা দিয়ে খাওয়া শেখা আর 'ইয়েস, নো, বেরি ওয়েল, টেকনা টেক এমন ইংরেজির তালিম ওঁর কাছেই। এই রামলালের সঙ্গেই এক দিন অলিগলি পেরিয়ে, দালানের ইতিউতি দেখতে-দেখতে অবন ঠাকুরঘরে। চটি খুলে নেন রামলাল। ধুপ-ধুনোর গন্ধ-ধোঁয়ায় মিলমিশ ঠাকুরঘর। দেওয়ালে সাদা পঙ্খের প্রলেপ, মুছে যাওয়া বসুধারার ছোপ, সিঁদুর মাখানো ঘট... এ সবই যেন দেখে সে। মাঝে কে যেন মেঝেয় বড় করে লিখে দিলেন 'ক'। খড়ি হাতে ধরে তার উপরেই দাগা বুলোনো, হাতেখড়ি।

বিদ্যাশিক্ষার তালিমের আয়োজনও হল বেশ। ভর্তি হওয়া নর্মাল স্কুলে। কিন্তু ওই 'রবিকা'র মতোই ইস্কুল ভাল লাগে না। বরং আগ্রহ, সামনের এক বাড়ির বাগানের ভালুকটার দিকে। ও ব্যাটা কেমন করে দাঁড়ায়, চলে-ফেরে, শুয়ে থাকে এ সবই দেখে ছোট্ট অবন। আর এক বার স্কুলের বড় দাদাদের সঙ্গে কাবুলিওয়ালাদের বচসায় যোগ দেয়।

তবে এ সব বেশি দিন চলে না। 'মা দুর্গার অসুর'-এর মতো চেহারার লক্ষ্মীনাথ পণ্ডিত নামে মাস্টার এক দিন ক্লাসে এক খাবারের নাম বললেন 'পাডিং'। খুদে অবন সটান বলে, 'না, ওটা পুডিং'। রোজ বাড়িতে খায় যে ওটা সে! কিন্তু মাস্টার শুনলে তো। ছুটির পরে এক ঘণ্টা 'কনফাইনমেন্ট'-এর নিদান, বেত্রাঘাত সব সইলেও 'পাডিং' মুখে রোচে না অবনের। স্কুলের পাঠে আপাতত দাঁড়ি। বাড়িতেই যদু ঘোষালের কাছে পড়াশোনা। শেখা ফার্সিও।

তবে পড়া বাদে অন্য সময় মস্ত বাড়িটার রূপ-রস-গন্ধ নিতে যেন একা-একা ঘুরে বেড়ায় অবন। ছোটপিসিমার ঘরে ঝোলানো দেবদেবীর পট, তেলরঙের ছবিগুলো কী সুন্দর। ছোট পিসেমশাইয়ের দেওয়া হাঁসের ছবি কপি করাও চলে। কখনও বা বৈঠকখানার ঘরে দাদাদের ডেস্কে উঁকি দেয়, কী থাকে ওতে। কখনও বা বাবামশাইয়ের টেবিলে ইতিউতি রাখা রংগুলো অবাক চেয়ে দেখে। ওই রং দিয়ে কিংবা হলুদ গুলেই ধীরে-ধীরে যেন শিল্পীটি তৈরি হতে থাকে।

মস্ত বাড়ির সীমানা ছাড়িয়ে গঙ্গার পশ্চিম পাড়ে কোন্নগরে অবনদের 'দু-থাক ঢালুর উপরে সাদা ছোট্ট' বাগানবাড়ি। কলসি কাঁখে মেয়েদের গা ধুতে যাওয়া, রাখালদের গরু নিয়ে ফেরা, নদীর বুকে ভেসে চলা নৌকো এ সব দেখতে দেখতে সেখানে যায় অবন। ওখানে দুপুরগুলো কাটে কুলগাছ থেকে রেশমের গুটি কুড়িয়ে। কখনও বা প্রজাপতির পায়ে সুতো বেঁধে উড়িয়ে দিয়ে। সব থেকে টানে ওই মেঘের আঁচল পাতা গঙ্গার রূপ। গঙ্গায় তখন কেউ যেন তখন 'কালো-সাদা কাপড়' বিছিয়ে দেয়। আর রাতে চাঁদের আলোয়, কাঁঠালতলার দিকে চেয়ে থাকে। জোনাক আলোর খুদে মশাল জ্বেলে আসে বরযাত্রীরা কাঠবেড়ালির বিয়ের আসর বসে! এ সবের মাঝে চলে পড়াশোনাও। এখানেই কী করে যেন এক দিন অবন শিখে নিল বাংলাদেশের কুঁড়েঘর আঁকা।

তবে শেষমেশ মায়ের ইচ্ছেয় সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হয়ে সেখানে বেশ কয়েকটা বছর কাটাতে হল তাকে। পরে বছরখানেক সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে। তবে সংস্কৃত কলেজের দিনগুলোয় আঁকা-আঁকি, কবিতা, গোলদিঘির পাড়ে সবুজ ঘাস, বাগানের ফুল, জানলা, এ সবেই যেন বেশি আগ্রহ তাঁর। বন্ধু অনুকূলের কাছে শিখে নেওয়া লক্ষ্মী-সরস্বতী আঁকার কৌশল। এই কলেজের শেষ বছরেই বিয়ে, সুহাসিনী দেবীর সঙ্গে। কালক্রমে দম্পতির চার মেয়ে, তিন ছেলে।

খুলি আঁকতে গিয়ে ১০৬ ডিগ্রি জ্বর

ছোট থেকেই 'শিল্পীর ধ্যান'টি বেশ রপ্ত করলেন অবনীন্দ্রনাথ। সেই ধ্যান নিয়েই দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'স্বপ্নপ্রয়াণ' কাব্য-চিত্রণ। ছাপা হল 'সাধনা'য়। মেজো-মা জ্ঞানদানন্দিনীর উৎসাহ ও ব্যবস্থায় ইটালিয়ান শিল্পী ওলিন্তো গিলার্দির কাছে মূলত প্যাস্টেলের কাজ, প্রতিকৃতি আঁকার পাঠ নেওয়া। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সূত্রে আলাপ রবি বর্মার সঙ্গে। 'ছোকরা'র স্কেচ দেখে বেশ বাহবাও দিলেন তিনি। তেলরং, জলরংয়ের কাজ শেখা সি এল পামার-এর কাছে। কিন্তু পামার-এর কাছে শারীরবিদ্যার পাঠ নিতে গিয়ে মড়ার মাথা আঁকতে গেলেন, জ্বর এসে গেল ১০৬ ডিগ্রি!

সবই হচ্ছে, কিন্তু নিজের পথটা যেন অধরা। এমন সময়ে প্রপিতামহ দ্বারকানাথের বইঘর

শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর (মূল ছবি)। ঘড়ির কাঁটার চলনের দিকে, তাঁর আঁকা বিখ্যাত চিত্রগুলি ফাল্গুনীতে রবীন্দ্রনাথ, ভারতমাতা এবং দীপদাত্রী।

ছেড়ে দেওয়া হয়েছে! বুঝলেন, দেশি রীতিনীতি না শিখলেই নয়। ছবির ফ্রেমে সোনা লাগানো শিখলেন রাজেন্দ্র মল্লিকের বাড়ির কারিগরের থেকে। শিখেছেন জাপানি আঙ্গিকও।

মোটা দাগে অবন ঠাকুরের ছবি-জীবনকে ছ'টি পর্বে ভাগ করেন অনেকে ১৮৯০-পূর্ববর্তী সময়, ১৮৯০-১৮৯৫, ১৮৯৫-১৯০০, ১৯০০-১৯১১, ১৯১১-১৯২০, ১৯২০-৩০। এর পরে দীর্ঘ বিরতি, তখন অবনীন্দ্রনাথ ব্যস্ত যাত্রাপালা লিখতে, 'কাটুম-কাটাম' বানাতে। তবে ১৯৩৮-৩৯ সালে আচমকা চার মাসে প্রায় ৮০টি পট আঁকলেন তিনি। অবন ঠাকুরের ছবিগুলিকে বিশেষজ্ঞদের একাংশ মুঙ্গের, কৃষ্ণলীলা, তাজ, মুক্তাঙ্কন, মুসৌরি, দেওঘর, ওমর খৈয়াম-সহ মোট ২১টি পর্যায়ে ভাগ করেন। এই গোটা ছবি আঁকার পর্বে বাড়ির লোকজন এবং শিল্পীরা বাদে দু'জনের বিশেষ ভূমিকা

১৯০০ সালের শীত। সপরিবার অবনীন্দ্রনাথ গেলেন 'চেঞ্জে', ইলাহাবাদে। সেখানে এক তলার বারান্দায় বসে নীরবে গড়গড়ায় টান দেন। আর সন্ধ্যা হলে ছেলেমেয়েদের কাছে বসিয়ে গল্প শোনান।

সেই স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে ছেলে অলোকেন্দ্রনাথ জানাচ্ছেন, এখানে প্রায়ই আসেন রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। পত্রিকা বার করবেন।

তখন বেশির ভাগ পত্রিকা অবন ঠাকুরের ছবি সম্পর্কে বলে, 'কে মশায় আপনার ঐ লম্বা আঙুল, পটলচেরা চোখ ভারতীয় কলার ছবি ছাপবে?' রামানন্দবাবু কিন্তু ছাপবেন জানালেন। কিন্তু পত্রিকার নামটি কী হয়, তা নিয়ে তিনি চিন্তায়। অবনীন্দ্রনাথই সমাধান করলেন, 'আপনি নিজে প্রবাসে থাকেন, অতএব আপনার পত্রিকার 'প্রবাসী' নাম দিন।'

অন্য জন, ভগিনী নিবেদিতা। আমেরিকান কনসালের বাড়িতে, কাকুজো ওকাকুরার সংবর্ধনা সভায় তাঁর সঙ্গে পরিচয়। 'সাদা পাথরে গড়া তপস্বিনী' নিবেদিতার সঙ্গে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সম্পর্ক অবনীন্দ্রনাথের। শিল্পতাত্ত্বিক নিবেদিতা অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতমাতা' ছবিটি সম্পর্কে লিখলেন, 'প্রবাসী'তে (ভাদ্র, ১৩১৩ বঙ্গাব্দ) 'এই ছবিখানি ভারতীয় চিত্র-শিল্পে এক নবযুগের প্রারম্ভ সূচনা করিবে বোধ হয়।...'

ঘটনাচক্রে, অবনীন্দ্রনাথকে আমরা ভারত-শিল্পের পুনরুদ্ধার, 'বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট'-এর প্রধান শিল্পী হিসেবে সঙ্গত কারণেই দেখি। তবে পাশাপাশি, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় মনে করিয়ে দেন, অবনীন্দ্রনাথের ছবির সবচেয়ে 'বড় সম্পদ, তাঁর স্টাইল...' তবে এ বিষয়টি খানিক যেন উপেক্ষিত। কারণ, 'ভারতমাতা', 'ওমর খৈয়াম', 'শাজাহানের মৃত্যু-প্রতীক্ষা', 'আলমগীর', 'শেষ বোঝা' প্রভৃতি ছবিগুলিতে যে 'ভাব' রয়েছে, তার আবেশেই যে ডুব দেন সকলে। তাঁর প্রতিটি ছবিতেই যে লেগে অনুভূতির স্পর্শ। প্লেগে অবনীন্দ্রনাথের ছোট মেয়ে

এরপর ৮ পাতায় ▶

অপুর ঘরছাড়া

স্বর্ভানু সান্যাল

কাঁসার থালা আর কাঁসার বাটি দুহাতে নিয়ে বেশ জোরে জোরে ঠুকলে যেরকম শব্দ হয় আমার মাথার ভেতরেও সেইরকম শব্দ হচ্ছে। কিম্বা ধরো আরতির সময় মাদল বাজার যেমন শব্দ। আমার মাথার ভেতরে এই মুহূর্তে সেরকম ঢং ঢং করে বাজছে। কপালের শিরা গুলো ফুলে ফুলে উঠছে। এখন বক্সিং লড়লে আমি টাইসনকেও এক ঘুষিতে নক আউট করে দিতে পারি। কুস্তি হলে ভীমকেও চ্যাংদোলা করে তুলে পটপট করে আছাড় মারতে পারি। আর তিরধনুক পেলে ফেলুদা যেমন মগনলাল মেঘরাজকে লাস্ট সীনে মেরেছিল সেরকম দিব্যেন্দুটার মাথার চার পাশ দিয়ে ওইভাবে তির চালাতে পারি। দিব্যেন্দুটা মগনলাল মেঘরাজের থেকেও বদ। কিন্তু এখন দিব্যেন্দুর কথা থাক। আসলে মুস্কিলটা হচ্ছে রাগ হলে আর যার যার ওপরে রাগ হয়েছে তাদের ওপর আরও বেশি করে করে রাগ হয়। মাথার মধ্যে আমার এখন চোদ্দ ভুতের কেত্তন চলছে। গায়ের রক্ত ঐ বক্রেশ্বরের উষ্ণ প্রস্রবণের মতই টগবগ করে ফুটছে। মোটের ওপর এখন আমি ভীষন রেগে আছি। আমার কান মুলে দেওয়া আবার চড় মারা...তাও মিষ্টির সামনে। আমি গত মাসেই সাত পেরিয়ে পেরিয়ে আটে পরেছি। আমি কি এখনো কচি খোকা। আর মিষ্টি? অমন বোন যেন শত্তুরেরও না হয়। জীবনটা আমার জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খেল। গত এপ্রিল মাসেই পাঁচ ছিলি। এই সবে ছয়ে পা দিয়েছিস। বলতে গেলে দুধের দাঁত পরে নি তোর। তবু সব ব্যাপারেই ওর সর্দারি করা চাই। এইতো সেদিন সমস্ত বন্ধুদের তর্কে হারিয়ে স্কুলে নির্ভুল ভাবে প্রমাণ করে এলাম যে সলমন খানই এখন বলিউড-এর সবচেয়ে নামী স্টার, এসে সেটা বলতেই লম্বা বিনুনি নাড়িয়ে ফস করে বলে দিল সলমন খান নাকি ব্যাকডেটেড। এখন নাকি রনবীর সিং-এর জামানা। শুনেই মাথাটা ঝাঁ করে গরম হয়ে গেল। তুই ছ বছরের পুঁচকি মেয়ে। তুই সিনেমার কি বুঝিস? তার ওপরে আমি টেকনিকালি তোর বড় দাদা। আমি ওর থেকে দু বছরের বড়। থুড়ি। ভুল বললাম। আমি ওর থেকে পুরো দু বছর চার মাস উনিশ দিনের বড়। তাহলে প্রায় আড়াই বছরের বড় হলাম কি না? এমন পাজি সে কথা কিছুতেই মানবে না। খালি বলে "ইহ, মোটে তো দু বছরের বড় তুই আমার থেকে"। শুনলেই কানটা ধরে কষে মুলে দিতে যদি ইচ্ছে করে সেটা কোন অন্যায় ইচ্ছা? বলো তোমরা। আসলে আড়াই বছর ও বুঝবে কি করে। ভগ্নাংশই তো জানে না। আমিই ওকে ভগ্নাংশ শেখাই মাঝে মাঝে। শুধু তার বদলে ফ্রীজ থেকে চুরি করে একটা নাড়ু কি একটা আমুল আইসক্রীমের বার এনে দিতে বলি। ধরা পরলে ও মায়ের কাছে শুধু বকুনি খেয়ে পার পেয়ে যাবে। আমি ধরা পরলে পিট্টি। সবাই পার্শিয়ালিটি করে। তাই এই ব্যবস্থা। সে সব ঠিক ছিল। কিন্তু আজকে যা ঘটেছে তারপর কোনভাবেই মিষ্টিকে, শুধু মিষ্টিকে কেন, বাড়ির কাউকেই ক্ষমা করা চলে না।

আমার আট বছর বয়স হয়ে গেছে। আজ পর্যন্ত আমি কখনো স্কুল পালাই নি। সরি ভুল বললাম। কাল পর্যন্ত আমি কখনো স্কুল পালাই নি। তাও আজকে মোটে লাস্ট পিরিয়ডটা কাটিয়ে...তাও কী পিরিয়ড? সুকান্ত স্যারের বাংলা। ভারি তো একটা ক্লাস। স্যার তো নিজেই বানান লিখতে দিয়ে ঘুমোন। তাও এমনি এমনি কামাই করিনি। বিট্টু এসে আমায় বলল, ওই যে ক্লাস ফোরে পড়ে দিপ্তেনদা? ও কাল কাদায় সরাৎ করে পড়ে বরাত জোরে বেঁচে গেছে। কিন্তু কি একটা টিবুলা না ফিবুলা বলে একটা হাড় হড়কে গেছে মানে ভেঙ্গে গেছে। আর আজকেই আমাদের স্কুলের সাথে ইচ্ছেমতি স্কুলের ক্রিকেট ম্যাচ। ইচ্ছেমতি স্কুল বলে মনে কোরো না মেয়েদের স্কুল। ইচ্ছেমতি বয়েজ স্কুলের সঙ্গে। ছেলেদের স্কুল হলে কি হবে সব কটা ছেলেই ওদের কেমন মেয়ে মেয়ে টাইপ। ভীষণ ন্যাকা ন্যাকা। ওদের কাছে ম্যাচে হারলে আমাদের স্কুলের নামটা কোথায় থাকবে ভাবো একবার। তাই তো সুকান্ত স্যারের ক্লাস পালিয়ে স্কুলের পেছন পাঁচিলটা টপকে ম্যাচটা উদ্ধার করে দিতে গেলাম। ওদের ফাস্ট বোলার বিক্রম, ওরা বলে ও নাকি ওয়াসিম আক্রাম, ছো, ওকে আমি তুলে তুলে ছয় মারি নি? আম্পায়ারটা নেহাত জোচ্চুরি করে এল বি ডব্লু করে দিল, নয় তো ও ম্যাচ আমি মাঠে থেকে জিতিয়ে আসতাম। কিন্তু মিষ্টিটা স্কুল ফেরতা ঠিক দেখে ফেলেছে আমায় মাঠে। আমিই ওকে ফেলুদা পড়ে পড়ে শোনাই। আর সেই গোয়েন্দাগিরি ও কিনা আমার ওপরেই ফলায়। হিসেব করে বের করে ফেলেছে যে এখন আমার স্কুল ছুটি হওয়ার কথা নয়। আমি বাড়ি ঢুকতে না ঢুকতেই মাকে বলে কিনা,

"মা দাদাকে একটু নুন-লেবুর সরবত করে দাও। ঠা ঠা রোদ্দুরে এতখন ধরে মাঠে দৌড়াদৌড়ি। এইতো আমার স্কুল ছুটি হওয়ার পরে স্কুল বাসে করে যখন ফিরছিলাম দেখলাম বারোয়ারি তলার মাঠে দাদা ব্যাট করছে। তখন তো ওদের স্কুল ছুটি হয়নি।"

আমি সবে ওর হাতে একটা রামচিমটি কাটব বলে মনস্থির করছি, এমন সময় আর বলে কিনা "আর আমি ভাবছি আমার স্পাইডার ম্যানের স্টীকারগুলো দাদাকে পার্মানেন্টলি দিয়ে দেব। ইচ্ছেমতি স্কুলের কাছে ম্যাচ হেরেছে। মন খারাপ তো হবেই। হাজার হোক আমারই তো দাদা"..শুনে আমার মাথার মধ্যে এমন অগ্নুৎপাত শুরু হল যে কি বলব। ম্যাচ হারার খবরটা কি করে পেল? ওই ইচ্ছেমতি গার্লস স্কুলের ওর কোন পাকা বন্ধু বলেছে আর কি। এই সব সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে কি ভাবে যে ওর লম্বা বিনুনিটা আমার হাতে চলে এল আমি সত্যি নিজেও জানিনা। কিন্তু এসে যখন গেলই তখন জোরে একটু টেনেই দিলাম। ম্যাচ হারা আর স্টিকার নিয়ে বড় দাদাকে খোঁচা দেওয়া এটা কি মুখ বুজে মেনে নেওয়া যায়? ব্যাস, ভ্যাঁ করে ওনার নাকি কান্না শুরু।

মা রুটির আটা মাখছিল। মিষ্টিকে কাঁদতে দেখেই "স্কুল পালিয়ে ক্রিকেট খেলে বাড়ি ফিরে আবার ছোট বোনের গায়ে হাত তোলো..লজ্জা করে না" বলে মা রান্না ঘরের জানলা পথে হাতের বেলনাটাকে সুদর্শন চক্রের মত করে ছুঁড়ে দিল। কিন্তু আমিও বাবা জয়ন্ত জানা। স্কুলে আমায় লোকে জে জে অর্থাত কিনা জুনিয়র জন্টি বলে। এমনি এমনি বলে না। খুব কায়দা করে বেলনাটা লুফে নিয়ে ডাইনিং টেবিলে নামিয়ে সবে সেজকার বাড়িতে পিঠটান দেব বলে নিচে নেমেছি দেখি ব্যাগ কাধেঁ গলদ ঘর্ম বাবার প্রবেশ। বাবা এত তাড়াতাড়ি কোনদিন আসে না। বাবা জুতো খুলতে খুলতে বলল নাকি আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উনি সকলের দিদি, আমারও নাকি দিদি, উনি নাকি জামাইষষ্ঠি উপলক্ষে অফিস হাফ ছুটি করে দিয়েছেন। দিদি আর বোন গুলো বড্ড হাড় জ্বালানে হয়। নয়তো কোনো মানে হয়। আর দিন পেল না দিদি। আজকেই ওইরম তড়িঘড়ি করে ছুটি দিয়ে দিতে হল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতেই ব্যাস। মা এসে বলল "তোমার গুণধর পুত্রের কান্ড শোন। মিষ্টি নিজের চোখে দেখে এসেছে" বলে সবিস্তারে ঘটনার বিবরণ দিয়ে দিল। আর বাবাকে দেখে মিষ্টির কান্নাটার লয় আর বিস্তার যেন চতুর্গুণ বেড়ে গেল। আর বাবা যে কিনা কোনো দিন আমার গায়ে হাত তোলেনি আমার কানটা মুলে গালে বসিয়ে দিল একটা চড়। সেই তখন থেকেই মাথার মধ্যে ঘন্টা বাজার মত শব্দ হচ্ছে। আমি ঠিক করেই নিয়েছি। এ বাড়ির সাথে আমার কোনো সম্পর্ক নেই। এই বাড়িতে আমি থাকব না। ইন ফ্যাক্ট এই বাড়িতে আমি অন্নগ্রহণই করব না ঠিক করেছি। তাই আমি আমার জিনিসপত্র গুছিয়ে গাছিয়ে নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। জিনিস বলতে আমার পুজোর জামা প্যান্ট দু চারটে, আমার স্টিকার গুলো আর আমার ব্যাট। আর আমার নিজের জমানো টাকা। পুজোয় দিয়েছিল, বড়কা, ছোটকা, সেজপিসি। খরচ করি নি। তাও শ দুয়েক হয়ে যাবে। মিষ্টিটাই বেশি করে মজা বুঝবে দেখবে যখন আমি নেই। কেউ ওকে ভগ্নাংশ শিখিয়ে দেবে না। ফেলুদার গল্পও পড়ে শোনাবে না। আমায় কটা স্টিকার নিয়ে খোঁচা দেওয়া। না হয় চেয়েইছিলাম ভালবেসে। তাও বিনা কারণে তো নয়। কি না সামার ভ্যাকেশানে বেড়াতে যাওয়ার আগে মা দেখলাম সোনার গয়না লকারে রাখতে যাচ্ছিল। দেখে বললাম আমার স্টিকার গুলো লকারে রেখে আসতে। শুনে মা এমন হাসল যেন আকবর বীরবলের কোন জোকস শোনানো হয়েছে। তাই অনেক ভেবে চিন্তে আমার আর মিষ্টির ব্যাগেই স্টিকারগুলো নিয়ে নিলাম। ফিরে এসে দেখি পুরো প্যাকেটটাই হাওয়া। মা যদিও বলেছিল ব্যাগের সাইড চেনে ফুটো ছিল। পড়ে গেছে। কিন্তু আমি ঠিক জানি ওটা চুরিই হয়েছে। আমার যে কি কষ্ট হয়েছিল কি বলব। এমন কি মিষ্টিও ওর স্টিকারগুলো তখন আমায় দিতে চেয়েছিল। তাই ওকে বলেছিলাম কটা স্পাইডারম্যানের স্টিকার আমায় ধার দিতে। তাই বলে কিনা সেটা নিয়ে এইভাবে খোঁচা দেবে। প্রায় এক ঘন্টা হল আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়েছি। এতখনে নিশ্চয়ই বাড়িতে খোঁজাখুঁজি শুরু হয়ে গেছে। প্রথমে মা বড়কাকে ফোন করবে। তারপর সেজকাকে। তারপর বাবাকে ডেকে বলবে "ওগো শুনছ। অপু তো কোথাও নেই.." বাবার ভুরুতে ভাঁজ পরবে। তারপর একে একে ফোন যাবে বিট্টুর বাড়িতে। দিব্যেন্দুর বাড়িতে। সবশেষে অন্তুদের বাড়িতে। শেষমেষ যখন কোথাও আমায় খুঁজে পাবে না তখন মজাটা টের পাবে। যাকগে ওসব ভেবে আমার লাভ নেই। আমায় ভাবতে হবে আমি কোথায় যাব। এক হতে পারে আমি হরিদ্বারে পালিয়ে গিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যেতে পারি। সন্ন্যাসী হওয়ার জন্য আমার বয়সটা কি একটু কম হচ্ছে? না না তা কেন? শঙ্করাচার্য তো এই বয়সেই ঘর ছেড়েছিলেন।কিন্তু সন্ন্যাসী হলে কি কি যেন খাওয়া যায় না। হ্যাঁ মাছ, মাংস। ও মাছ আমার এমনিই খেতে জঘন্য লাগে। শুধু মায়ের বকুনির ভয়ে নাক টিপে খেয়ে ফেলতে হয়। চিকেন, মাটন খেতে না পারলে একটু খারাপ লাগবে। কিন্তু ওটা মানিয়ে নেওয়া যাবে। কিন্তু একটা মুশকিল হল সন্ন্যাসী হতে হলে শুনেছি নেড়া হতে হয়। আমার এত সাধের চুলটা কেটে ফেলতে হবে। এটা ঠিক ভাল লাগছে না। তাছাড়া নেড়া মাথায় আমায় দেখলে মিষ্টি আবার হেভি খেপাবে। নাহ সন্ন্যাসী হয়তো আপাতত স্থগিত থাক। তাছাড়া হরিদ্বারটা কোন দিকে সেটাও ঠিক জানা নেই। কাউকে জিগেস করলে সন্দেহ করতে পারে। তার থেকে বরং আমি জামশেদপুর চলে যাই। গেল বছর গেছিলাম পুজোর ছুটিতে। ওটা খুব দূর নয়। ওখানে সুবর্ণরেখা নদীও আছে। ওর বালির চড়ে সোনা চিক চিক করে। আমি নিজেই দেখেছি। একটা গল্প-ও পড়েছিলাম "গুপ্তধনের সন্ধানে" বলে। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে কোনো একটা গুপ্ত স্বর্ণখনির খোঁজে বেরিয়ে পড়েছিল কয়েকটা ছেলে। খুঁজেও পেয়েছিল। পরে ডাকাতদের সাথে মোকাবিলা করতে গিয়ে জায়গাটা হারিয়ে ফেলে। ঐ গুপ্ত স্বর্ণখনিটা খুঁজে বের করতে পারলে আমার কত্ত নাম হয়ে যাবে। যখন আমি টিভিতে ইন্টারভিউ দেব, মিষ্টি হাঁ হয়ে দেখবে। বাবা-মাও বুঝবে আমি মোটেই ফ্যালনা নই। আমাকে ভুলেও আর কখনও চড় মারবে না। এইতো এই বেশ প্ল্যান হয়েছে। এখন হাওড়া স্টেশানে গিয়ে একটা টিকিট কেটে ট্রেনে চড়ে পড়তে পারলেই হল। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে হাওড়াটা কোন বাসে যায় সেইটে কোনভাবে জানতে হবে। ঐ তো ঐ পান দোকানের মালিকটাকে জিগেস করব? নাহ, যদি জিগেস করে বসে তুমি একা একা হাওড়া স্টেশান যাচ্ছ কেন? যদি বুঝে যায়, তাহলে ঠিক পুলিশকে খবর করে দেবে। ব্যাস। সোনার খনি খুঁজে বের করার এই সুবর্ণসুযোগটা মাঠে মারা যাবে। তার থেকে ট্যাক্সি নিয়ে হাওড়া গেলে কেমন হয়? কিন্তু ট্যাক্সি ড্রাইভার কি একলা আমাকে নিতে চাইবে। প্রথমে তো নির্ঘাত ভাববে আমার কাছে টাকা নেই। টাকাটা দেখালে তখন আবার বাড়ি থেকে পালিয়েছি সন্দেহ করতে পারে। এতো ভারি আপদে পড়া গেল। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ইতিউতি তাকাচ্ছি আর কিভাবে হাওড়া স্টেশানে যাওয়া যায় ভাবছি এমন সময় দেখি একটা ট্যাক্সি আমার সামনে এসে ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থেমে গেল। ভিতর থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল "ট্যাক্সি লাগবে?" হাতে যেন চাঁদ পেলাম। আমি কথায় ভাবছি ট্যাক্সি আমায় নেবে কিনা আর এ তো দেখছি নিজেই সওয়ারি খুঁজছে। নিশ্চয়ই সারা দিন ভাড়াটাড়া পায় নি। গম্ভীর মুখ করে বললাম হাওড়া স্টেশান যাবে? কত নেবে?

"৭০ টাকা দেবেন"..আরে লোকটা তো আমাকে আপনি বলে কথা বলছে..মনটা বেজায় খুশি হয়ে গেল। মাথার মধ্যে মাদল বাজার শব্দটা একটু কমছে। যাক কিছু ভাল লোক এখনও আছে পৃথিবীতে। আর আমি কি জানি হাওড়া স্টেশান যেতে কত টাকা লাগে। তবুও আরো একটু গম্ভীর মুখ করে বললাম "ষাট টাকায় যাবে তো চল।" "আচ্ছা না হয় ৬৫ দেবেন" কাঁচুমাচু মুখ করে বলে ট্যাক্সিওলা। আমি রাজি হয়ে ট্যাক্সিতে চড়ে বসলাম। প্রথমবার জীবনে একা একটা ট্যাক্সি নিয়েছি। নিজেকে বাবার মতন বড় বড় লাগছে। লোকটা ট্যাক্সিটা চালু করে আড় চোখে আমায় একটু দেখে নিয়ে বলল "শুধু একটা ব্যাপার একটু খেয়াল রাখবেন। আসলে আমার এই ট্যাক্সিটা একটু গোলমেলে। সবসময় যে এই বাহনটা আমার কথা শুনে চলে তা নয়। ধরুন আমি চেতলা যাব বলে স্টীয়ারিং ধরে বসে আছি, কিন্তু চলে গেল চিতপুর।

কি বলছে কি লোকটা? আমায় ছোট পেয়ে বোকা বানানোর চেষ্টা করছে না তো? এরকম আবার হয় নাকি? গভীর মুখে বললাম "তার মানে?"

"মানে এই ধরুন এই ট্যাক্সিতে বসে আপনি যদি কারুর ব্যাপারে মনে মনে খুব রাগ করেন, কারুকে মনে মনে খুব গালাগালি দেন, এই ট্যাক্সিটা অমনি মুখ ঘুরিয়ে তার বাড়ির দিকে চলতে শুরু করবে। একবার কি হয়েছে আমার একটা প্যাসেঞ্জার আমায় টাকা দিয়ে চলে যাওয়ার পর দেখি টাকাটা ছেঁড়া। তার পরের প্যাসেঞ্জার যাচ্ছিল এয়ারপোর্ট। আমি চালাতে চালাতে মনে মনে আগের ওই প্যাসেঞ্জারকে গালি দিচ্ছি। হঠাৎ দেখি পৌঁছে গেছি বেকবাগান। ওই প্যাসেঞ্জারের বাড়ির সামনে। আর যে ভদ্রলোক যে এয়ারপোর্ট যাচ্ছিল তার তো প্লেন মিস। সে কি গালাগালি করলে আমায়...তারপর তাকে এয়ারপোর্টে ছেড়ে এক প্যাসেঞ্জারকে নিয়ে যাচ্ছি ঢাকুরিয়া। আর কেস কি হয়েছে? আগের ভদ্রলোক নামার সময় এই লোকটার পা মাড়িয়ে দিয়েছে। "দেখে নামতে পারেন না?" এই বলে এই লোকটা খুব বিরক্ত মুখে গাড়িতে চড়ল। মনে মনে বোধ হয় গালি দিচ্ছিল। ব্যাস গাড়ি কখন ঘুরে আবার এয়ারপোর্টে। সেই থেকে খুব সাবধানে চালাই। তাই রাগ টাগ রাখবেন না কারু ওপর আবার আমার গাড়িতে চড়াকালীন। নয়তো দেখবেন হাওড়া যেতে গিয়ে পৌঁছে গেলেন হাবড়া কি হাটপুকুর।

এরকম কক্ষনো হয় না। যত্ত ঢপ। আর তাছাড়া রাগ করতে যাব কেন? আমি কি কচি খোকা নাকি? কারু ওপরে রাগ নেই। শুধু কাল দিব্যেন্দুর সাথে টিফিনে হেভি মারপিট হয়েছে। আমার নাম জয়ন্ত জানা। আর ও আমায় জয়ন্ত অজানা বলে রাগাচ্ছিল তাই।

কোন দিব্যেন্দু? কদমতলার?

না না। ষষ্ঠিতলা। ওই যে গো কালিকা মিষ্টান্ন ভান্ডারের পাশে। কতখন লাগবে হাওড়া স্টেশান যেতে?

ট্র্যাফিক না থাকলে বিশ মিনিট। আর ট্র্যাফিক থাকলে সহযাত্রী অন্যান্য গাড়িরাই জানে।

কিছুক্ষণ গাড়ি চলার পর দেখি জায়গাটা চেনা চেনা। চেঁচিয়ে বলি -

আরে দাঁড়াও। দাঁড়াও। এ যে ষষ্ঠিতলা। ওই তো দিব্যেন্দুদের বাড়ি।

এই রে। ঠিক তুমি মনে মনে গালি দিয়েছেন

এরপর ৮ পাতায় ▶

অপুর ঘরছাড়া

▶ ৭ পাতার পর

ওকে। এখুনি বন্ধ করুন। দাঁড়ান, আমি গাড়ি ঘোরাই। আর কারুকে একদম গালি দিয়ো না। তুমি তো ছোট। তাই তুমিই বললাম। কারুকে গালি দিচ্ছ না তো?

নাহ। শুধু ওই মেনিমুখো ইচ্ছেমতী বয়েজ স্কুলের কাছে ম্যাচটা হেরে গেলাম। ওটাই যা একটু।

এই যাহ। এই দেখো। ইচ্ছেমতী স্কুল এইটা না? তুমি সিয়োর ওদের ছেলেগুলোকে গালি দিয়েছ। কারুর ওপরে রাগ থাকলে চট করে মন থেকে মুছে ফেল। আছে নাকি?

নাহ নাহ। আর কারু ওপরে নেই। রাগটা বেশ কমে আসছে আমার। এই ম্যাজিক গাড়িটা চড়ে দারুন মজা। ভাগগিস বাড়ি থেকে রাগ করে বেরোলাম।

তা হাওড়া কোন কাজে?

সোনার খনির খোঁজে। না ইয়ে মানে, আছে একটা কাজ। তোমায় বলব কেন?

আহা বলোই না। আমি একটা সোনার খনির খোঁজ জানি। কিন্তু সে এখানে নয়। আমার মামার বাড়ি জামশেদপুরে। সুবর্ণরেখা নদীর তীরে।

ওটাই তো। আমি তো সেই খোঁজেই যাচ্ছি। তাহলে বলি শোন। মস্ত পাজি হচ্ছে আমার বোন মিষ্টি। আমি স্কুল পালিয়ে ক্রিকেট খেলতে গেছিলাম। মাকে বলে দিয়েছে। আমিও দিয়েছি চুলের মুঠি ধরে নেড়ে। মা বকল, বকল। মায়ের বকুনি তো রোজ খাই। তা বলে বাবা চড় মারবে?

না একদম ঠিক নয়। তা তোমার বাড়ি ওই দিব্যেন্দুদের বাড়ির পাশেই তো?

ধুস আমাদের বাড়ি তো সেই ইছাপুর। জলট্যাঙ্কির পাশে।

ও। তোমার ব্যাগে কাগজ আছে?

না। কেন?

হাওড়া স্টেশানে পৌঁছে তোমায় ওই সোনার খনির সন্ধানটা একটা কাগজে এঁকে দেব ভাবছিলাম।

ও। কাগজ নেই। তবে স্টিকার আছে। বড় স্টিকার। ওর পেছনে আঁকা যাবে না?

হ্যাঁ। হবে। আর মিনিট পাঁচেকেই হাওড়া স্টেশান।

হঠাৎই গাড়িটা ঘ্যাঁচ করে ব্রেক কষে থেমে গেল। লোকটা পান বিড়ির দোকানে কথা বলছে। মাঝে মাঝে ট্যাক্সিটার জানলার কাচের দিকে আঙুল দেখাচ্ছে। লোকটা মোটেই সুবিধের নয়। ছেলেধরা নয়তো? কি হবে? খুব ভয় করছে। শুনেছি এরা ছোট ছেলেদের নিয়ে গিয়ে ভিক্ষা করতে বসিয়ে দেয়। বাড়ির থেকে এত দূরে। বাবাও নেই। বাড়ি থেকে রাগ করে না বেরোলেই হত। সবে ট্যাক্সির দরজা খুলে বেরোব ভাবছি, লোকটা এসে ড্রাইভারের সীটে বসে চালাতে শুরু করল। ভয়ে ভয়ে জিগেস করলাম "আর কতক্ষণ?"

এই তো পৌঁছে গেছি প্রায়। ওই পান দোকানের মালিক আমাদের জামশেদপুরের। সোনার খনির অ্যাড্রেসটা কনফার্ম করে নিলাম। কেমন করে একটা হাসল লোকটা। ভয় লাগছে। এরা দুজনে মিলেই ছেলে ধরে। আমি সিয়োর। এই চলন্ত ট্যাক্সি থেকে ঝাঁপ দিয়ে নেমে যেতে হবে। হালকা করে হাতটা দরজার হ্যান্ডেলে নিয়ে গিয়ে ঘোরাতে যাচ্ছি আবার গাড়িটা থেমে গেলো। এবার লোকটা গাড়ি থেকে নেমে আমার দিকের দরজাটা খুলে আমায় বেরিয়ে আসতে বলছে। কিছুতেই যাব না। উলটো দিকের গেটটা এক ঝটকায় খুলে ফেললাম। দৌড়ে পালাতে যাব দেখি সামনে বাবা। একি? এই দোতলা বাড়িটা আমাদেরই তো।

লোকটা নিতান্ত মাথা টাথা চুলকে বলল "আমার দোষ নেই। তুমি ভাই নিশ্চয়ই মনে মনে তোমার বাবা-মা আর মিষ্টিকে গালাগালি দিচ্ছিলে। তাই ট্যাক্সিটা তোমার বাড়ির দরজাতেই চলে এসেছে। প্লীজ ভাই রাগ কোরো না। ওকে?"

আমার মনে মনে বেশ একটু আনন্দই হচ্ছিল বাবাকে দেখতে পেয়ে। নিজের বাড়িটা দেখতে পেয়ে। শুধু শুধু লোকটাকে সন্দেহ করলাম। ট্যাক্সিটাতে সত্যিই ম্যাজিক আছে। সত্যিই তো বসে বসে বাড়ির সকলের ওপর রাগ হচ্ছিল। তাও গম্ভীর মুখ করে টাকাটা দিতে গেলাম। ট্যাক্সিওলা বলল,

"আরে ওটা এখন রাখো। শুধু সোনার খনির অভিযানে তোমার পার্টনার কোরো। তাহলে অনেক বড় দাঁও মারা যাবে।"

বাবা দেখলাম লোকটাকে অনেক ধন্যবাদ দিল। লোকটা বলল, "না না দাদা, এইটুকু তো যে কেউ করবে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেই মনে হল বাড়ি থেকে পালিয়েছে। তাই ভুলিয়ে ভালিয়ে আমার ট্যাক্সিতে চড়িয়ে নিয়েছিলাম। তারপর গল্পের ছলে নাম ঠিকানা বের করে..."

কি? আমাকে বোকা বানালো? খুব রাগ হচ্ছিল। মানে রাগ হবে হবে মনে হচ্ছিল। কিন্তু হল না। মনে হল, যাক ভালই হল। একটু মার হল, একটু মান দেখানো, একটু মজা, একটু ম্যাজিক।

ধ্যানে নয়, চোখ খুলে দেখতে শেখো

▶ ৬ পাতার পর

শোভার মৃত্যু হয়েছে। 'শাজাহানের মৃত্যু-প্রতীক্ষা'য় তাঁর 'বুকের ব্যথা সব উজাড় ক'রে ঢেলে' দিয়েছেন অবনীন্দ্রনাথ।

যাবতীয় শিল্প-কীর্তির মাঝেই ১৯১৩-য় লন্ডনে প্রদর্শনী, ইংরেজ সরকারের থেকে সিআইই উপাধি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি লিট-সহ নানা সম্মান প্রাপ্তি। বিশ্বভারতীর আচার্য, আর্নেস্ট হ্যাভেলের জোরাজুরিতে আর্ট স্কুলের সহ-অধ্যক্ষ, ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টস-এর সম্পাদকের দায়িত্ব পালন, এমন নানা কাজ করতে হয়েছে অবনীন্দ্রনাথকে। তবে ঘরকুনো এই মানুষটি কোনও দিন বিলেত যাননি। কিন্তু জাপান, ইংল্যান্ড, রাশিয়া, ফ্রান্স, নরওয়ে, পোল্যান্ড থেকে তাঁর কাছে বার বার এসেছেন শিল্পীরা।

আসলে সম্মান, অর্থ, এ সবে তেমন আগ্রহ ছিল না। সে বার লর্ড কারমাইকেল অবনীন্দ্রনাথ-সহ কয়েকজন ভারতীয় শিল্পীর ছবি বিলেতে জাহাজে করে বিলেতে পাঠিয়েছেন। কিন্তু ভূমধ্যসাগরে সে জাহাজ ডুবে গেল। শিল্পীর মন্তব্য, 'আমি দেখছি জলদেবীরা আমাদের ছবিগুলো বরুণালয়ে টাঙিয়ে আনন্দ করছেন।' তবে, শিল্পীর পুঁজি তাঁর আত্মসম্মানে। অবনীন্দ্রনাথের 'শেষ বোঝা' ফ্রান্সের ল্যুভর মিউজিয়াম কিনতে চাইলেও তিনি দেন না। তাঁর মনে হল, 'ভারতীয় ছবি' বলেই, কম মূল্য দিচ্ছেন মিউজিয়াম কর্তৃপক্ষ।

নাটকে বোরখাধারী এফেক্ট

আঁকার পাশাপাশি, সরকারি আর্ট স্কুলে ভারতীয় শিল্পের আর্ট গ্যালারি তৈরি, বঙ্গীয় গৃহশিল্পের পত্তনের তোড়জোড় এবং অভিনয়, যে কোনও ভূমিকায় স্বচ্ছন্দ অবনীন্দ্রনাথ। শিল্পীর সঙ্গে অবনীন্দ্রনাথের শিল্পতাত্ত্বিক সত্তাটিও বাঙালির বিশেষ আদরের। এই অবনীন্দ্রনাথের পরিচয় আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের ডাকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রানি বাগেশ্বরী অধ্যাপক হিসেবে দেওয়া প্রায় ত্রিশটি বক্তৃতা, 'ভারতশিল্পের ষড়ঙ্গ'-সহ নানা ক্ষেত্রে।

অবনীন্দ্রনাথের জীবনের এই সব সূত্রেই যেন লেগে আছেন তাঁর রবিকা। বৈকুণ্ঠের খাতা'য় তিনকড়ি বলে, '...আমিও কারো জন্যে ভাবি নি, আমার জন্যেও কেউ ভাবে নি...'। তিনকড়ির ভূমিকায় অভিনয় করেন অবন। ওই সংলাপটিই যেন অবনেরও 'সত্যিকারের রূপ'। ভাইপোর সে রূপটিকে একমাত্র চিনেছিলেন তাঁর রবিকা। কাকার 'বিসর্জন', 'ফাল্গুনী', 'ডাকঘর', 'বাল্মীকি-প্রতিভা'-সহ নানা নাটকে সাফল্যের সঙ্গে অভিনয়ও করেন ভাইপো।

অভিনয়ের আঙিনায় ঘটে নানা ঘটনা। এক নাটকের মহলা চলছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ, দু'জনেই পার্ট ভুলে যাচ্ছেন। উপায় বার করলেন অবনীন্দ্রনাথ। শুনে আঁতকে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ।

নাটক শুরু। অবনীন্দ্রনাথের পরিকল্পনা মতো, মঞ্চে দেখা গেল, 'এফেক্ট' হিসেবে বোরখা পরা কয়েকজন ঘোরাঘুরি করছেন। অভিনেতা কাকা-ভাইপো তাঁদের আশপাশ দিয়ে যাচ্ছেন। আসলে, ওই 'এফেক্ট' দেওয়ার জন্য যাঁদের নামানো হল, তাঁরা ছিলেন প্রম্পটার!

মাঝেসাঝে দু'জনেই পরস্পরকে ভারী ফ্যাসাদেও ফেলেন। অবন ঠাকুরের গড়গড়া আর বার্মা চুরুটের শখ। জোড়াসাঁকোর ঘরে সে দিন রবীন্দ্রনাথ খুব মগ্ন হয়ে কী যেন লিখছেন। আচমকা টোকা 'রবিকা, ভাল চুরুট পেয়েছি, খাবে? টেনেই দেখো না একটা। বেশ লিখতে পারবে।' কাকাবাবুও বেশ দু'-এক টান দিলেন। মুহূর্তে মুখ-চোখ লাল। কাশতে-কাশতে বললেন, 'এই তোমার ভাল চুরুটের নমুনা?'

আবার এক দিন রবীন্দ্রনাথ একটি গান লিখে সুর বসিয়েছেন। তা বাজানোর জন্য ডাক পাঠালেন অবনীন্দ্রনাথকে। কানাইলাল ঢেরীর কাছে এসরাজ, রাধিকা গোঁসাইয়ের কাছে গান শেখা অবনীন্দ্রনাথ দিব্যি বাজিয়ে দিলেন। কিন্তু পরের দিন আর পারেন না, ভুলে গিয়েছেন। দেখেশুনে খুড়োর কাছে জিজ্ঞাসা, 'আমি তো তোমার গান গাইতে পারি না, তোমার সুর আমার গলায় আসে না, কিন্তু আমার সুরে তোমার গান গাই, তাতে তোমার আপত্তি আছে?' আপত্তি জানাননি রবীন্দ্রনাথ।

এ ভাবেই দু'জনের পৃথক সুর মিলেছে এক গানে। রবীন্দ্রনাথ তখন রোগশয্যায়। খুব ইচ্ছে, ভাইপোর সে বারের জন্মদিন ঘটা করে পালন হোক। রবীন্দ্রনাথের দূত হয়ে নন্দলাল এসে তা বলতেই তেড়ে গেলেন অবনীন্দ্রনাথ। এ সবে ঘোর আপত্তি তাঁর। রানী চন্দের কাছে সব শুনে রবীন্দ্রনাথ বেশ কড়া গলায় বললেন, 'তোমার এতে আপত্তির মানে কী? দেশের লোক যদি চায় কিছু করতে তোমার তো তাতে হাত নেই কোনো।' মাথা চুলকে, কাকাকে প্রণাম করে এ বার দে দৌড় ভাইপোর। রবীন্দ্রনাথ হেসে বললেন, 'পাগলা বেগতিক দেখে পালালো।' কিন্তু প্লেগের সময় জনসেবা, স্বদেশি আন্দোলনের সময়ে চাঁদা সংগ্রহ বা রাখিবন্ধন উৎসব রবি ঠাকুরকে দেখে পালাননি, সঙ্গে থেকেছেন অবনীন্দ্রনাথ।

এ হেন অবন ঠাকুরকে গল্প লেখার 'বাতিকটা' ধরালেন রবীন্দ্রনাথই। পাওয়া গেল, 'শকুন্তলা', 'ক্ষীরের পুতুল', 'বুড়ো আংলা', 'ভূতপত্রীর দেশ', 'নালক', 'রাজ কাহিনী' আরও কত কী...। রয়েছে 'বাংলার ব্রত', 'কথিকা', 'আপন কথা'র মতো লেখালিখিও। কখনও বা 'ঘরোয়া'র বিবরণ শুনে খোদ রবিকারও 'মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে' ওঠে। কিশোর মনেও বান আনে 'খুদ্দুর যাত্রা', 'এসপার ওসপার'-এর মতো যাত্রাপালাগুলি। সাহিত্যিক হিসেবে অবন ঠাকুরের কৃতিত্ব কী, তা নিয়ে দিস্তে-দিস্তে আলোচনার পরিসর আছে। তবে প্রমথনাথ বিশীর একটি কথা যেন সব কথার সার 'বাংলা গদ্যে গীতিস্পন্দের প্রধান দৃষ্টান্তস্থল অবনীন্দ্রনাথের গদ্য।' ছবি হোক বা গদ্য, অবনীন্দ্রনাথ অনন্য তাঁর 'স্টাইল', 'ভঙ্গি'র কারণেই।

মণিমুক্তো ছোটদের জন্য তাঁর কলম ছিল প্রাণবন্ত। তাঁর লেখা কালজয়ী বইগুলি, ঘড়ির কাঁটার চলনের দিকে, নালক, রাজ কাহিনী ও শকুন্তলা। আজও সব বয়সের মানুষের কাছেই সমান আকর্ষক

সমুখে শান্তি পারাবার

একটা সময়ের পর সব কিছুরই তার যেন দ্রুত ছিঁড়ে যাওয়া শুরু হল। মেয়ের মৃত্যু আগেই দেখা। এ বার দাদা গগনেন্দ্রনাথের প্রয়াণ, ১৯৩৮-এ। সব কিছু যেন শেষ করে দিল, অবনীন্দ্রনাথের ইংরেজি জন্মদিনের তারিখটাই, ৭ অগস্ট। ১৯৪১। সব কিছুর গ্রন্থি বাঁধা যাঁর কাছে, সেই রবিকা আর নেই। পাঁচ বেশ কয়েকটা বছর ধরেই ঘুম হয় না রাতে, শুধু ফেলে আসা পুরনো-কথা মনে পড়ে। ৫ ডিসেম্বর রাতে প্রয়াত হলেন শিল্পগুরু। যেতে-যেতেও রেখে গেলেন এক টুকরো রং-পেনসিল, আঁকার কাগজ। মজলিশি ঢঙে যেন জানতে চাইলেন 'কিছু না! কিছু না! এই ছবিটা কেমন বলো দেখি।'

নম্বর বাড়ির উত্তরের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসে প্রবীণ শিল্পী দেখেন, জন-অরণ্য। পড়ে রইল খাবার পরে পান খাওয়া। আঁকলেন সে জন-অরণ্য, আর তার মাথায় এগিয়ে চলা রবি ঠাকুর। নীচে লিখলেন, 'সমুখে শান্তিপারাবার,/ ভাসাও তরণী হে কর্ণধার।'

মা প্রায়ই তাঁর এই খেয়ালি ছেলেটিকে বলতেন, 'রবির সঙ্গে আছিস, বড় নিশ্চিন্ত আমি।' ওই দিনটায় সেই নিশ্চিন্ত আশ্রয়টাই যেন কেউ কেড়ে নিল অবনের থেকে। তার মধ্যেও নানা দায়-দায়িত্ব সামলেছেন।

ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসে ১৯৫১-র ডিসেম্বর। ক্রমশ বুঝতে পারছেন, শরীরটা আর চলে না।

তথ্যঋণ— 'অবনীন্দ্র রচনাবলী', 'অবনীন্দ্রনাথ স্মৃতি' (সম্পাদনা ঃ বিশ্বনাথ দে), 'বাংলার চিত্রকলা' ঃ অশোক ভট্টাচার্য, 'অবনীন্দ্রনাথ' ঃ মনোজিৎ বসু, 'অবনীন্দ্রনাথ' ঃ অনির্বাণ রায়, 'পেন্টিংস অব অবনীন্দ্রনাথ টেগোর' ঃ আর শিব কুমার।

NEXT GENERATION

17-year old Indian-American Samir Banerjee wins Wimbledon boys' singles title

Samir Banerjee (born October 2, 2003) is an American tennis player. He belongs to a Bengali family. His father is from Assam and mother from Andhra Pradesh, before both migrated to the USA in the mid-1980s and got married there.

Banerjee reportedly started playing tennis at the age of 6.

Banerjee has a career high ITF junior combined ranking of 2 achieved on 12 July 2021.

Banerjee won the 2021 Junior Wimbledon title.

Banerjee will attend Columbia University.

17-year-old Indian-American Samir Banerjee just wanted to win a match at Wimbledon boys' junior circuit. But he ended up achieving so much more than that. The kid from New Jersey lifted the singles title on Sunday, marking a promising start to his fledgling career.

Banerjee won 7-5 6-3 in a clash against Victor Lilov which lasted for 1 hour 22 minutes. "It's going to be amazing, this trophy is going to be my centrepiece, I'm going to look at this and be inspired to keep playing and hopefully come back here as a pro," he was quoted as saying by the Wimbledon website.

When it came to the match-point, Banerjee dropped his racquet and put his hands on head in disbelief as if he could not believe he won. "My uncle is here, he's not technically a tennis coach, but if these results keep happening then I should start travelling with him more," he said jokingly.

17-year-old Sameer Banerjee, who was previously ranked 19 in the world, had crashed out in the junior French Open first round. Interestingly, Wimbledon was only his second appearance at a junior Grand Slam.

IMMIGRANT'S FAMILY NEXUS

Dilip Chakrabarti

Sunil and Mona migrated to USA for more than two decades ago from his home town Kolkata. Sunil's parents were school teachers by profession. Sunil's parents were happily living in their ancestral house which was built by Sunil's grandfather. It is a two-story house having enough space for all of them living together.Sunil has one brother and one sister. When Sunil moved to USA his parents and brother Anil were living together in the same house with his wife Kamala. Sunil has one brother and one sister. Sunil's sister Soma was married and she was living with her husband in a nearby neighborhood in the same city. Sunil's family was well known in the area because their family was well educated and two of his siblings, his brother an Engineer and sister had a Ph D degree in Chemistry. Nikhil, Sunil's father and mother Bina were very proud of their children. Everybody will be very happy and proud to have well- educated children like them. Sunil was a Medical Graduate who emigrated to USA.Any family will envy the success and achievements of this family. Nikhil was a High School Teacher all his life and his wife was also a Primary School Teacher. Both of Sunil's parents were retired and their lives were going on the meagre income from the pension. Although their children were all earning good money, they would never accept any money from their children. However, Sunil would give his salary every month to his mother and take for his travel and pocket expenses from his mother. Rest of the money was going to a Bank Account which was set up in Sunil's name in a local Bank. Anil never contributed anything to the family, on the other hand he would occasionally borrow money from his mother and never return that money. For any family needs he would always say – Ma, I do not have money, ask Sunil. He was really a very selfish person. Sometimes Sunil's mother would be frustrated with Anil's selfishness and tell her husband – Anil is so cheapskate, I am afraid, he will treat his wife bad and their family life might become very unhappy for his selfishness and tightwad character.

Brother, Anil is an Engineer and works for the State Government, and his sister, is a lecturer in a local college. Sister, Soma is married and lives with her husband, she hardly visits her parents, she is always afraid that her parents may ask her for money, so she took the policy of avoiding altogether, although she lived in the same town, she did not see her parents for last two years. Nikhil and Bina always missed their daughter, sometimesthey would tell one another how their daughter became so careless about her own parents, may be, she has no love for her parents. Their feelings were hurt by Soma's indifference towards them but they never spoke to her about it. Once Bina mentioned it to her daughter Soma – Why you don't want to come to visit your parents? Your father and I miss you a lot. Tell us what we can do so that you visit us frequently and we get to see our daughter more.

Soma said – Mom, nothing you can do, I shall visit you when I feel like to visit, please do not force me into things, I do not like, then I shall stop to come here altogether. She threatened. Besides, what do you care about me? Whenever I want something from you, you always say -no, and you want to save everything for my brothers. She was very rude to speak to her mother.Besides, I know, that you love my brothers more than me. Anil and Sunil are apple of your eyes, she expressed her cantankerous attitude. She threw a tantrum and annoying words to her mother.

Bina listened to Soma and said – it is not true, I have always treated all my children equally, on the other hand I have given more of my ornaments to you rather what I kept for my daughters-in-law. Instead of complaining, you should be happy with what you got from me.

Bina was very hurt by her daughter's comments. Her heart became touchy and sad, since then she never mentioned her daughter to her husband. Since then, the relation between mother and daughter never ameliorated, Soma's meanness and greed hurt Bina but she could not do anything but to cry alone and feel the pain in her bosom. Sometimes Bina realizes that Soma and Anil are very selfish and greedy, their avarice disembogue a very deep and painful feeling in her.Although she felt very disappointed about these two kid's upbringings but she had none but to blame herself for this failure. She did not share this pain with her husband either. Eventually she made herself the ultimate responsible person for Anil's and Soma's misbehavior. At the end she accepted this as her failure and fate.

Anil, an Engineer by profession was working for the Government in a high position. He was responsible for building roads in the area, every feet of road were always being built under his supervision. Corrupt contractors would pay him bribes and use under quality and under quantity of materials and as a result, the road would break apart soon after the construction was finished. He was always more friendly to the contractors who were cheating the Government with low quality of materials and often overlooked any wrong doings by these dishonestbusiness men.A few years back Anil was in trouble when the villagers complained against the construction of the road with low grade materials to his boss because he was the head Engineer who was looking after that project, he did not pay any attention to this matter and then the villagers went to higher authorities and lodged a complaint against Anil.The Authorities were not too happy with Anil's supervising activities because he always seemed not to care for the correct composition of the building materials, and did not care about the quality of the road which was being built. The Authorities could not ignore the powerful ruckus created by the villagers and then they formed a Committee of three Members and started the investigation against Anil. As the investigation went deeper and deeper, Anil started to get nervous because he knew he did not follow the department's guidelines and favored the Contractors who were cheating the Government and the Villagers as well. At this point Anil realized that he needs some serious legal help and money to get this help. He knew – his financial needs could be met by his brother who lived in America. So, he made a plan to borrow money from his brother. But he knew that his brother will not lend him the money unless his parents ask for it from his brother, Sunil. So, one day during the dinner he told – Ma and Baba, I am in a big trouble in my office, they are investigating me for negligence, accepting bribe and fraud, I have to have a lawyer to fight the allegations, I am innocent but I have to prove it to the Investigating Committee. I need money for the lawyer. Ma, when you speak to Sunil, please ask him to send me one lakh of rupees, I shall pay him back as soon as this investigation is over. Ma, please help me in this situation. If I cannot take the lawyer, I may lose my job and my life will be destroyed.

Anil's parents heard Anil's pleas and then his mother said – We tried to teach you the strength of honesty and truthfulness when you were young but you decided to take the path of greed and dishonesty, now you are begging for help, tell me – how I am going to ask Sunil that your brother is in trouble for accepting bribes and now he needs to borrow money from you to fight the case against him, honestly I will not ask him for any money, your greed created the mess, you do whatever you need to do, besides you did not pay any money back which you borrowed last time, I cannot support a dishonest son for his misdeeds. Sunil is in a different country, he is working very hard, I cannot put pressure on him for money, if he needs money for some reason over there who would help him? I cannot put one son in problem to solve the other son's problem. By the by, do you remember how many times you have borrowed money from him? Have you ever paid any of it back? I know – you did not. However, you are our child, we should try to help you in this situation, so, I am giving you these two bangles of mine, you sell them and get the money. Please don't ask me to request Sunil to lend

এরপর ১১ পাতায় ▶

IMMIGRANT'S FAMILY NEXUS

▶ ১০ পাতার পর

you money. Her voice was very sad in despair, her eyes became watery, she felt that as parents they could not do a good job, they raised a selfish and dishonest child. She wiped her eyes with the edge of her Sari.Then she took off her bangles from her arms and gave them to Anil.

As shameless as he is, Anil took the bangles and said – Baba, this is not going to be enough for my needs, can you please lend money from your pension from next month, and from now on two of you have your food jointly with us. Then he looked at his wife and said – what you think, Kamala?

Kamala said – do, whatever you want, don't bring me into it. Her voice was hot, angry and bitter like an infusion of Chirata.

Anil's father replied – okay, I shall give money for next six months from my pension, however we are not accepting your offer for the food. We shall maintain our separate arrangement as it is now. If I give you money, I know, it will be difficult for us but we shall try to help you. Remember, this is the last time we will stand by you,from now on try to take the responsibility of your own action.

Since then, Anil's parents were struggling to maintain their daily lives with the reduced income from their pensions.

But Anil knew deep down his heart that he had played nasty game with his parents because he really did not need any money because he had enough money which he earned by dishonest means; he simply did not want to touch this ill received money from bribes. Once again, he cheated his parents and did not feel bad in his conscience. He believes only in one thing, bilking money, once he gets it, he is all happy and content, morality or conscience has no value to him.

In USA, a few months later in the winter Sunil and Mona were sitting in their living room and looking atthe woods of the aphyllous trees which were covered with snow and looked like big rows of downside up chandeliers hanging from the sky, as far as they could see all was covered with all white rows of trees and land covered with milky white bed spread of snow, morning for them was quite serene and tranquility took over their mind with the beauty of nature. They were looking at one another with love and affection in their eyes but their moments were interrupted by a phonecall from his medical school classmate and friend Ajay. Ajay said to Sunil – How are you? Did you speak to your parents lately? Since I had to go to the town, I went to your house to visit your parents. I did not feel good looking at uncle and auntie. I have always been blessed with your parents' love and affection; they were always very happy to see me. They were happy to see me but I was not happy to see them because their health conditions were not good. Auntie was complaining about her knee pain and uncle's eye glass frame was tied with a thread with one of the handles; one of the eye glasses had a crack on it. It seemed to me that they need more caring, I hope, your brother is giving the necessary care which they need and deserveat this elderly age.

When Ajay stopped his words, Sunil told – Ajay, I send money every month to my Dada so that my parents get whatever they need, besides, my father and mother both get their pensions. Anyway, thanks for letting me the conditions of my parents, soon I shall do whatever needs to be done, I am coming home very soon, I shall let you know when I am coming home. Saying this he said – good bye to his long-time friend and put down the phone. His wife, Mona, was sitting next to Sunil and heard the whole conversation between Sunil and Ajay. She said to Sunil – let us go home immediately and find out why Ajay was complaining about the conditions of mom and dad. Sunil agreed with her and said – first thing tomorrow, I shall take the leave for a month from the hospital and buy the plane tickets for both of us. In the meantime, please inform your parents to clean our apartment and please ask them, not to tell my family that we are coming. I want to surprise them and find out the actual situation in my family, what my brother is doing to our parents. Mona said – you are right, I shall do it and arrange for leaving next week for India. Sunil started to think that since he migrated to America, he always sent money for his parents so that they can live a very good life. He also understands that most of the immigrants like him have a big problem because when they send the money for their dear ones, they have no control of whatsoever what the recipient of the money is doing on the other end. He might inform the parents that he received money from Sunil or he may just keep quiet about it and parents will never know that their son Sunil sent the money for them. This often becomes a problem for every immigrant who cares for their family which they have left behind, heremembered, his friend Rajib sent money to his elder brother to buy a piece of land in his father's name, but his brother bought the land in his wife's name instead, when Rajib asked his brother- why did you do this? His answer was very simple - I did it because my wife could get a loan to build the house because the it is in her name. Rajib did not buy this argument, he made his brother's wife to transfer the land in his father's name and since then his brother has severed all relations with him. This story is pretty much true for every immigrant's family, brothers deceive brothers, families cheat families, families bilk families, as a result ultimate looser is none but the immigrant, he loses the money and the family as well. The immigrant's love and caring are often used for self-benefit of receivers of the money. The world is full of selfish giants who do not care about love or affection, who care about money and money onlybut in the long run greed and avarice bring about the mistrust, hatred and finally breaking of families.

Sunil and Mona arrived in their home town early in a morning flight and went to his flat to keep all his belongings and decided to go to his parents' home.

When Mona and Sunil arrived his parents' home at about midmorning, they found that Sunil's mother waswashing the dirty dishes of last night's party and Sunil's niece was helping herin cleaning them. Sunil's niece came running to her uncle and auntie and embraced them with happiness. Sunil saw his mother is wearing a pale torn Sari and her gloomy face made her look very tired. Sunil asked her thirteen-year-old niece – how are you, Keka? Then she looked at his mother and said – Ma, how are you? Before his mother said anything his niece Keka said -

Kaku, I am fine. Since today is Sunday, I do not have to go to school and every Sunday and Saturday I help Thakuma to wash the dishes which are left from yester night. In the meantime, Mona noticed that her mother-in-law was sitting with the big pile of dishes and then she rushed to her and said -Ma, you go to your son and talk to him, I shall wash these dishes quickly and join you very soon.Keka is here she will help me. Then she looked at Keka and said – Keka, come and help me, let us finish these quickly, then you can go and speak to your Kaku.

Sunil's mother wiped her hands and said – Bouma, you don't have to do it, I shall finish them later. Then she went to Sunil and took him into her bosom and said – dear, you came without informing, is everything alright with you guys in America? This is very shocking for us at this age, I was scared to see you both suddenly. Sunil's mother seemed wailing, her eyes were sparkling with pearly water, she wiped her eyes and said – son, where is our grandson? Did he come? She started to look around anxiously to seeher grandson but could not see him.

At that time Sunil replied – Ma, he did not come, he has school, so he is staying with Mona's cousin. He will attend the school from their house.

Okay Baba, so why did you come now without informing us – replied his mother.

Sunil replied with remorse – Ma, I have been sending money for you and dad every month to my Dada (elder brother), Anil so that you all have a comfortable life here, I did not know that my brother Anil kept dad and you in a condition like this. Thanks to Ajay who let me know about dad and you. After Ajay's phone call I could not stay there, I came here as soon as I could to see dad and you. I am shocked to see that my father wears an eye glass tying the frame and lens with a thread. I always thought that my Dada was taking care of dad and you with my money. I never thought that my brother was behaving like an abysmal like this, knowing all of these incidents I promise – I shall never let dad and you go through days like these any more, Ma, please forgive me, he touched his mother's feet and begged her forgiveness. Then he said to his mother and father please come with us and stay with us for a few days in our apartment which Mona's dad bought for Mona and me.In the meantime, Mona and Keka finished washing all those dishes and came to her Shashuri(mother-in-law) and said – Ma, please go and change your clothes, we shall go to our apartment with dad and you, from now on two of you will be living with us in our place. Then we shall try to get a permanent solution for it.

It was noticeable that even in this hue and cry Anil and his wife Kamala did not get up from their bed and come out to see that his Choto Bhai (younger brother) and his wife have come home from USA in their home this morning. So, Sunil's mother called Keka and said – go to your mom and dad and tell them that your Kaku and Kakima have come from America. After hearing to her Thakuma(grandmother) Keka nervously looked at her Thakuma and said – Thakuma, you know, if I wake them up now, they will

এরপর ২২ পাতায় ▶

REGISTRATION OVERVIEW: ONLINE REGISTRATION FOR NABC 2022

The NABC 2022 online registration is a quick and simple process that covers every phase of online registration. We have listed all the Registration Categories and their associated benefits. Please go to the Registration Main Menu and select registration category to complete your on-line registration procedure for NABC 2022 at Las Vegas. **Registration payment option when not choosing online payment by Credit Card.**

1. **Pay by Zelle Instructions:** Payee Name : Use pay@nabc2022.org as Payee Name using Email
Payment notes : NABC2022 Registration No, Registration type, email address, phone number
More information about Zelle:
Zelle is a United States-based digital payments network owned by Early Warning Services, a private financial services company owned by the banks Bank of America, BB&T, Capital One, JPMorgan Chase, PNC Bank, US Bank, Citibank and Wells Fargo. You can pay NABC Registration fees from your banks secure site. For the supported Banks see https://www.zellepay.com/participating-banks-and-credit-unions.

2. **Pay by Check:** Please mail your check to:
CAB/NABC2022, Mailing Address: Ranadeb Sarkar, 346 Yale Road, Garden City, NY 11530.
Payment notes : NABC2022 Registration No, Registration type, email address, phone number.
The committee is not liable if the event is postponed due to Force Majeure. For any additional questions / concern, send email to registration@nabc2022.org or info@nabc2022.org.

Standard Registration Rates: Student: $140 ; Individual: $200 ; Couple: $350;Per Child: $50

Terms and Conditions:

•Children under 5 years of age can enter the conference, free of cost, with their parents, but cannot occupy seats in any event. All children over 5 years and under 18 years of age must register with their parents at the "Per Child" rate.Individuals who have registered as Students must show their student badges when checking in at the conference.Rates may change at any time.

Benefactor - Premium Rates: Registration Rate: $1200

•Includes up to 2 badges, Additional Individual: $200, 2 Children Included Free: Additional Child: $75

•Seating: Premium B; Hotel: 1 Room-Night Complimentary.

Terms and Conditions:

•Children under 5 years of age can enter the conference, free of cost, with their parents, but cannot occupy seats in any event. All children over 5 years and under 18 years of age must register with their parents at the "Per Child" rate.Individuals who have registered as Students must show their student badges when checking in at the conference.**Registration Cancellation Policy:**

•Rates may change at any time.

Donor - Premium; Registration Rate: $2200 , Includes up to 2 badges,
Additional Individual: $225, 2 Children Included Free: Additional Child: $100 , Seating: Premium A ,
Food : 3 complimentary dinner for up to 2 persons, Hotel: 4 Room-Nights Complimentary.

Terms and Conditions:

•Children under 5 years of age can enter the conference, free of cost, with their parents, but cannot occupy seats in any event. All children over 5 years and under 18 years of age must register with their parents at the "Per Child" rate. Individuals who have registered as Students must show their student badges when checking in at the conference.

•**Registration Cancellation Policy:** Rates may change at any time.

Donor ; Registration Rate: $2000, Includes up to 2 badges

•Additional Individual: $225, 2 Children Included Free: Additional Child: $100, Seating: Premium A

•Food : 3 complimentary dinners for up to 2 persons , Hotel: 3 Room-Nights Complimentary

Terms and Conditions:

Same as **Donor - Premium (see above)**

NABC 2022 : Las Vegas

Planet Hollywood Resort & Casino

1 to 3 July 2022

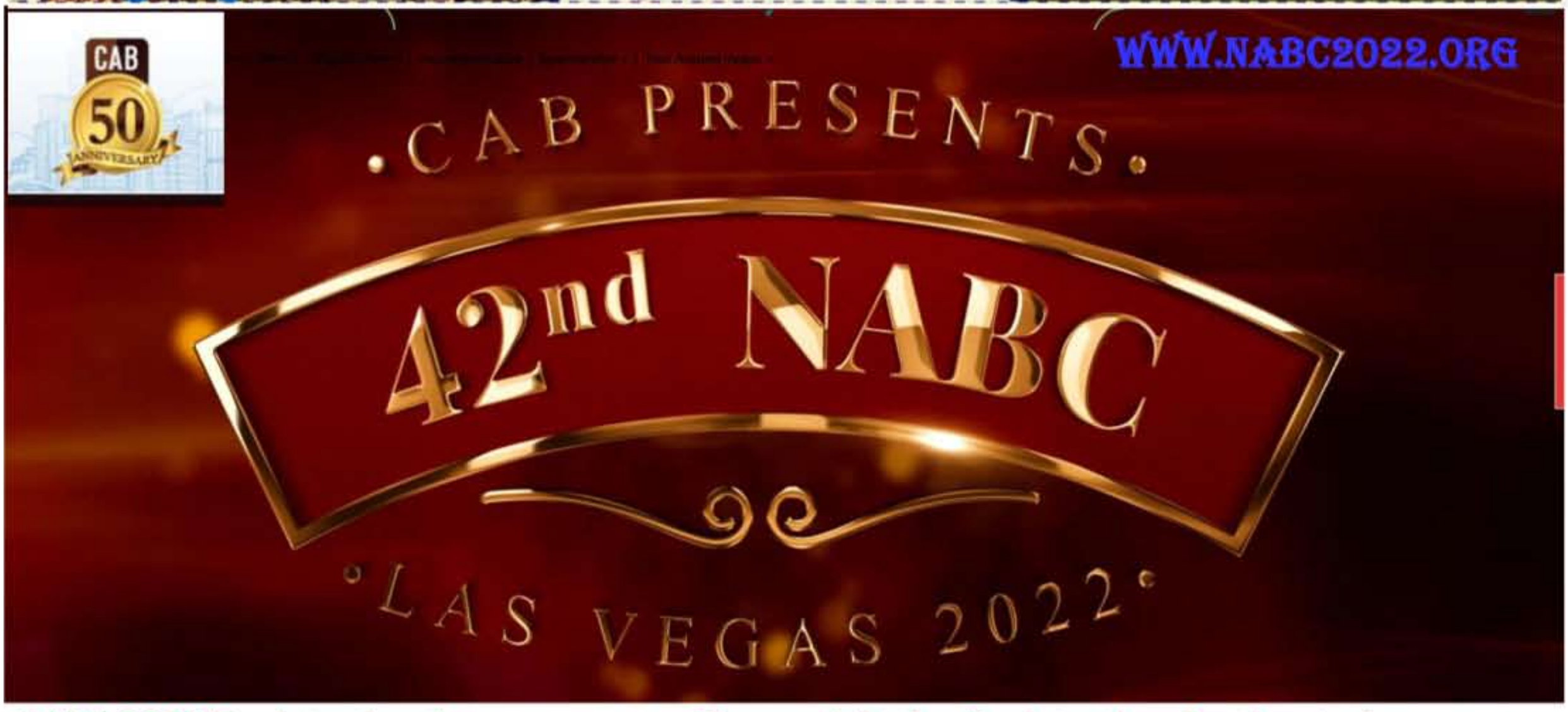

NABC 2022 Registration is now open. Please visit the Registration Section to know more.

All About NABC

North American Bengali Conference (Uttar America Banga Sammelan) is popular known as NABC. It all started in 1981 when the members of Cultural Association of Bengal (CAB) started a small cultural conference in New York. In no time the it spread all over North America and every year, NABC is organized by CAB in different cities through the local association(s).

NABC, this year, will fall into its 42nd year. The glorious history of NABC is taken aloft because of the relentless effort by the Bengali practicing people living in North America.

NABC leverages the distinguished audience and a widespread mix of personalities to discuss issues affecting the NRI community including cultural identity, the future of the community, its role in an increasingly dynamic and globalized economy and engaging the next generation. There are plenty of networking opportunities, social gatherings, re-unions, film screenings, literary readings and cultural performances, drama play - all dealing with Bengali culture. The goal of this year's Banga Sammelan is to shift the paradigm of the conference from a focus on socialization and entertainment to an emphasis on the exchange of ideas to create a cohesive Bangali, inspire the next generation, and leave a legacy for the future. NABC 2022 plans to build on the history staging the programs at Planet Hollywood Las Vegas, CAB Partner organization from all over North America joins hand together to make the 42th NABC celebration and 50th anniversary of CAB a grand success.

বঙ্গ সম্মেলনঃ যেন এক মহোৎসব

১৪ থেকে ১৭ পাতা

ড. কোহিনূর কর, অ্যারিজোনা স্টেট ইউনিভার্সিটি, ইউ.এস.এ.

ওয়েবসাইটের প্রথমেই দেওয়া নিয়মাবলী, প্রবেশপথ, অনুষ্ঠানসূচী

দেখতে দেখতে কেটে গেল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা সপ্তাহান্তের দিনগুলো, শেষ হল বঙ্গ সম্মেলনের সব আয়োজন। বঙ্গ সম্মেলন এবছরের জুলাই ২ থেকে ৪ রকমারি অনুষ্ঠানের ডালী নিয়ে সবার সামনে হাজির হয়েছিল ভার্চুয়াল রিয়ালিটি (ভি.আর.) মঞ্চে। গতবার করা হোপ-২০২০ যেমন ইউটিউবে দেখানো হয়েছিল, এবার অনেক জটিল পদ্ধতিতে সাজানো ভি.আর. মঞ্চে উদ্বোধনী অনুষ্ঠান দিয়ে এই তিনদিনের যাত্রা শুরু হয়েছিল জুলাই ২রা তারিখে; আর রোববারে শেষ হওয়ার পরেও রেশ ছিল কিন্তু জুলাই ১১ অবধি।

এই অনুষ্ঠানে শিল্প, সংস্কৃতি, ব্যবসা (নানা জাতের, নানা মাপের), কেনাকাটা (যেমন শাড়ী, গয়না) এবং আরও অনেক কিছু ছিল, তবে মূল উদ্দেশ্য ছিল কোভিড-১৯ এ ক্ষতিগ্রস্থ বাংলার মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে পাওয়া টাকা থেকে যা বেঁচে যাবে তার পুরোটাই বাংলার ত্রাণে দান করার অঙ্গীকার নিয়েছে আয়োজক গোষ্ঠী। শিল্পী এবং শিল্প-সংস্কৃতির কাজে যুক্ত কর্মীরা এর মাধ্যমে কিছু উপার্জন করতেও সক্ষম হয়েছেন। অন্যদিকে উঁচু-দরের শিল্পীরা অনেকেই পারিশ্রমিক ছাড়াই অনুষ্ঠান করেছেন এবারের বঙ্গ সম্মেলনে। এইসব শিল্পীদের তালিকা বেশ বড় – এ বলে আমায় দ্যাখ তো ও বলে আমায়! শুধু গানেই ঊষা উত্থুপ, রাঘব, মনোজ মুরলী, কার্তিক দাস বাউল, সা.রে.গা.মা.পা.-খ্যাত কিছু শিল্পী, আরও অনেকে।

অডিটরিয়ামে প্রথম দিনের জলসার একাংশ – বৃষ্টি পায়ে পায়ে খ্যাত শুভমিতা

বঙ্গ সম্মেলনঃ যেন এক মহোৎসব ১৪ থেকে ১৭ পাতা

এই গ্লোবাল ভি.আর. মঞ্চে নিজের ইচ্ছেমত বাড়ি থেকে অনুষ্ঠান উপভোগ করা ছাড়াও আর্থিক দানের মধ্যে দিয়ে বাংলাকে এই দুর্দিনে অনেকেই সাহায্যের হাত বাড়িয়েছেন। অনুষ্ঠান-সূচী, কীভাবে মঞ্চে ঢুকতে হবে কিম্বা এক অনুষ্ঠান থেকে আরেক অনুষ্ঠানে যাওয়া যাবে তার গাইড, সব আগাম দিয়ে দেওয়া হয়েছে এন.এ.বি.সি. ওয়েবসাইটে (nabcglobal.org)।

পৃথিবীর যেকোনো প্রান্ত থেকে এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের ব্যাবস্থা তো ছিলই, অনুষ্ঠানটি দেখার সময় কোনও সমস্যা হলে এন.এ.বি.সি. থেকে সাহায্যের ব্যবস্থাও (টেক সাপোর্ট) ছিল। আর যেটা করা হয়েছিল, কেউ প্রথম তিনদিন অনুষ্ঠান দেখতে না পারলে তাঁরা জুলাই ১১ মাঝরাত অবধি তথচিত্র ছাড়া সবকিছু দেখার সুযোগ পেয়েছেন। এতদিন ধরে ঘরবন্দী অনেকেই জুলাই ৪-এর তিনদিনের ছুটিতে কোথাও না কোথাও বেড়াতে বেরিয়ে পড়েছেন। তাঁদের জন্যেই মূলত এই ব্যাবস্থা।

ভার্চুয়াল অনুষ্ঠান হলেও কোলতাকায় নানা বাধাবিপত্তির মধ্যে সব প্রস্তুতি আর প্রোডাকশন করার পেছনে কিন্তু অনেকের হাত ছিল – ৫০০-এর ওপর অংশগ্রহণকারী যার মধ্যে প্রায় ১০০ জন স্বেচ্ছাসেবী দিন-রাত গত কাযেক মাস ধরে নিরলস কাজ করেছেন।

সন্দীপ রায়ের সাথে আড্ডায় ছিলেন খ্যাতনামা চলচ্চিত্রকাররা

জমিয়ে আড্ডা দিলেন সত্যজিৎ রায়ের সুযোগ্য পুত্র সন্দীপ রায় সঙ্গে ছিলেন সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের মত খ্যাতনামা চিত্রকার। পরশুরামের লেখা "রাজমহিষী"-এর ওপর খুব মজার শ্রুতিনাটক করলেন দেবশঙ্কর হালদার, বিশ্বজিত চক্রবর্তী, সুকৃতি লহরির মত তারকারা। শুধু বিখ্যাত শিল্পী কেন, প্রায় ৫০-টি অনুষ্ঠান ছিল উত্তর আমেরিকা, ব্রিটেন, ইন্দোনেশিয়া, বাংলাদেশ, ভারত থেকে। আর এবারের বঙ্গ সম্মেলনে হাজির ছিলেন কয়েক হাজার বাঙ্গালী পাঁচটি বিভিন্ন মহাদেশ থেকে।

কফি হাউসের আড্ডা আর গান থেকে শুরু করে শান্তিনিকেতনের বাউল গানের মূর্ছনা, আরও অনেক শিল্পের নিদর্শন উপভোগ করতে তিনদিন সবাই যেন টিভি বা কম্পিউটারের সামনে আঁটকে ছিল। সুযোগ ছিল মেডিকেল কিম্বা বিজনেস সেমিনারে অংশ নেওয়ার, বিজ্ঞাপন দেওয়ার, সাহিত্য

পুরনো দিনের গান নিয়ে নতুন প্রজন্ম – অন্বেশা, প্রাঞ্জল আর দুর্নিবার (ছবিতে নেই)

বঙ্গ সম্মেলনঃ যেন এক মহোৎসব ১৪ থেকে ১৭ পাতা

সভায় আলোচনা শোনার, এমন কি বেশ কিছু ভালো পাবলিকেশনও রাখা ছিল দেখা বা ডাউনলোড করার জন্যে। যারা অনুস্থানের মধ্যমণি ছিলেন তাঁদের অনেকেই স্বনামধন্য দেশে কিম্বা বিদেশে। সবই ছিল যেমন বঙ্গ সম্মেলনে থাকে – শুধু মানুষের ঢল, ভীড়, লাইনে দাঁড়ানোর সেই অভিজ্ঞতার সুযোগ ছিলনা। তার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে ২০২২ বঙ্গ সম্মেলনের।

বেশ লাগল সাহিত্য সেমিনারে এক স্মৃতিচারণ – প্রথমে কবি শঙ্খ ঘোষের অনেক অজানা কিন্তু মজার মজার গল্প করলেন ড. পবিত্র সরকার, আর তারপর কবি নবনীতা দেবসেনের কিছু কবিতা কিছু মন ছুঁয়ে যাওয়া কথা বললেন তাঁর সুযোগ্যা কন্যা নন্দনা দেবসেন। চিত্রশিল্পী ও কবি হিসাবে

কবি বন্ধু ও মা-এর স্মৃতিচারণ

নিজের একটা সুন্দর জায়গা করে নিয়েছেন নন্দনা। কথা বলতে বলতে আবেগের বশবর্তী হয়েছিলেন তিনি। তাঁর ছোঁওয়া দর্শকের মনে দাগ কেটেছে বলেই মনে হল। এছাড়া আরও কিছু সাহিত্য আলোচনাও ছিল এবারের বঙ্গ সম্মেলনে। অন্যদিকে চারুকলা আর হস্তশিল্পীদের বেশ
কিছু পরিবেশনাও ছিল নজর কাঁড়ার মত।

এত বিষয় বিভিন্ন মঞ্চে বা নির্ধারিত জায়গায় দেখার সুযোগ থাকলেও আমি দেখার সময় করে উঠতে পারিনি। তবে সম্মেলনের ওয়েবসাইটে (nabcglobal.org) অনুষ্ঠানসূচীতে গেলেই সব বিস্তারিত পেয়ে যাবেন।

বঙ্গ সম্মেলনঃ যেন এক মহোৎসব

১৪ থেকে ১৭ পাতা

ঊষা উত্থুপ বাঙ্গালীর মনে কয়েক দশক ধরে প্রাণ দিয়েছেন। এবারের বঙ্গ সম্মেলনে উনি শুধু তাঁর উদ্দাত্ত গলায় গান শোনাননি, একদিন লাইভ এসে খুব ভালো কিছু কথাও বলেছিলেন। ঊষাজীর কথায় উদ্দীপনা আর আশার আলো অনেক দর্শককেই ভীশনভাবে আপ্লুত করেছে কোনও সন্দেহ নেই।

সবার মন ভিজিয়ে দেওয়া কথা আর গানে ঊষাজী

প্রথাগত বঙ্গ সম্মেলনের সব অনুষ্ঠান শেষ হবার ঠিক পরেই হল কিশোর কুমারের সুযোগ্য পুত্র অমিত কুমারের অনেক গল্প, স্মৃতিচারণ আর দরাজ গলায় বাঙলা ও হিন্দি গান। প্রত্যেক অনুষ্ঠানের সময় একপাশে সবার সাথে নিজস্ব মত কিম্বা শুভেচ্ছা বিনিময়ের সুযোগ ছিল চ্যাট-এর মাধ্যমে। সবাই একবাক্যে স্বীকার করলেন যেন কলেজ জীবনে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন অমিতজী তাঁর গান আর গল্প দিয়ে। সঙ্গীত ভাষার বাধা মানেনা, তাই বাংলা গান প্রাধান্য পেলেও বাংলা-হিন্দী মেশানো কিছু 'কোলাজ' পরিবেশনা ছিল যেগুলো বেশীরভাগ দর্শকদেরই আনন্দ দিয়েছে বলে মনে হয়।

হোপ-২০২০ আর ***এনবিসি গ্লোবাল ২০২১*** যে উদ্দেশ্যে আয়োজন করা হয়েছিলো তা সম্পূর্ণ সফল বলে মনে করছেন কর্মকর্তারা। কোভিড-১৯ পরিস্থিতি যদি আয়ত্তের মধ্যে এসে যায় আর শিল্পীরা উত্তর আমেরিকায় অনুষ্ঠান করার জন্যে হাজির হতে পারেন তবে ২০২২ এর অনুষ্ঠান পরিকল্পনা অনুযায়ী লাস ভেগাসেই হবে। খুব সম্ভবত যেকোনো দেশ থেকে অনষ্ঠান দেখার ব্যবস্থাও থাকবে।

অমিত কুমার শেষ করলেন এনএবিসি গ্লোবাল ২০২১

বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘের
EXECUTIVE COMMITTEE

President
Chitta Saha
chittasaha@Hotmail.com
Vice-President
Tapas Sanyal
tsanyal@Verizon.net
Dipayan Sarkar
d_Sarkar@yahoo.com
Debasis Adhikari
debasisa@gmail.com
Acting General Secretary
Partha S. Chakraborty
Treasurer
Ranadeb Sarkar
E.C. Members
Ajay K. Chakraborty
Arpita Gupta
Krish Ghosh
Meghmala Tarafdar
Sugata Bagchi

Co-opted Members
INDRASISH BASUROYCHOWDHURY
DIBYENDU BAL
ANASUYA SEN
SUDIPTA CHAKRABORTY

BOARD OF TRUSTEES
Chairman
Milan Awon
milanawon@gmail.com
Members
Abhik Dasgupta
Ashis Sengupta
Ashok Rakhit
Dilip Chakrabarti
Kallol Chattopadhyay
Kumar S. Mandal
Pranab Das
Purna Bhattacharya
Surajit Sengupta

NY Life Insurance Company Agent:
Samragnee Majumdar Your trusted agent for Life And Financial Products.

Call 732-744-3908 (B) 732-692-4818 (C)
Email:smajumdar@ft.neworklife.com

FOR SALE: CHARMING FLAT

A RARE FIND: CHARMING FLAT IN A PREMIUM LOCATION IN SOUTH KOLKATA WITH STUNNING VIEWS OF THE RABINDRA SAROBAR LAKE AND MAJESTIC TREES FROM EVERY WINDOW! THIS FURNISHED FLAT IS 1250 SQ FEET (3 BR, 2 FULL BATHS); ON THE 7TH FLOOR WITH THE FRONT HANGING BALCONY FACING THE LAKES AND BOTH SIDES (S&W) FULLY OPEN (WEST FACES A PARK) WITH LOTS OF SUNLIGHT AND LOVELY CLEAN BREEZE ALL YEAR ROUND.
THIS BEAUTIFUL FLAT HAS IT ALL! IT IS A RARE FIND IN ALL OF KOLKATA. A HIDDEN GEM!
FOR MORE INFORMATION PLEASE CONTACT: MRS. SUDIPTA BROOKS, 704-491-1855.

বঙ্গ সংস্কৃতি সংঘের সভ্য হউন

CULTURAL ASSOCIATION OF BENGAL

Tax-exempt, Non-profit Educational and Cultural Organization
Certification of Incorporation : 14309, NYS Department of Education.
IRSEmp.No.51-0180481

MEMBERSHIP FORM

Name: _____
Spouse's Name: _____
Address: _____
City: _____ State: ____ ZIP _____
Phone #: _____ E-mail: _____

Enclosed a Check / Money order (Payable to CAB): $ ____

Signature : _____ Date: _____

Membership Fee:
[ ] US$ 25.00 (USA _ Annual)
[ ] US$ 250.00 (USA – Life)
[ ] US$ 35.00 (Canada – Annual)
[ ] US$350.00(Canada – Life)

PLEASE CHEK ONE:
NEW MEMBER: ☐
RENEWAL: ☐

MAIL TO: RANADEB SARKAR
346 YALE ROAD
GARDEN CITY, NY 11530

WITH BEST COMPLIMENTS FROM

A true well wisher of
Cultural Association Of Bengal(CAB)

Please send all articles by Email: (address)
sangbadbichitracab@gmail.com
Enquiries about Sangbad Bichitra ; Please contact :
ARPITA GUPTA
973-919-0724

Any questions for Membership or Advertisement dues, Please Contact :
Ranadeb Sarkar
346 Yale Road
Garden City, NY - 11530.
ranusarkar@hotmail.com

যদি আপনার নামের বানান ও ঠিকানা ভুল থাকে এবং বাড়ী পরিবর্তন করবেন শ্রীঘই ইমেইল করুন:
chittasaha@Hotmail.com

The Sangbad Bichitra, Periodical (USPS # 020-877) is published monthly by Cultural Association of Bengal from 200 Winston Drive# 2920, Cliffside Park, NJ-07010 and additional mailing offices.
POSTMASTER :
Send address changes to Sangbad Bichitra,
4 Entrance Way, Purdys NY 10578

Page coming up soon

ভূতগ্রস্ত

জয়দীপ চক্রবর্তী

শহরের চেয়ে এমনিতেই এ দিকে শীত বেশি। চার দিকে ফাঁকা মাঠ বলে শীতের কামড় গায়ে আরও বেশি করে বসে যায়। তা যাক। মঙ্গলা ভাবে, হ্যাংলা ব্যাটাছেলেগুলোর কামড়ের চেয়ে শীতের কামড় অনেক আরামের।

খেতের মধ্যে বাঁশ, খড় আর তক্তা দিয়ে বাঁধা ছোট্ট কুঁজিটায় বসে গায়ের চাদর দিয়ে কান-মাথা মুড়ে নেয় মঙ্গলা। বাইরে চাঁদের আলোর সঙ্গে কুয়াশার মাখামাখি। টিভি-তে দেখা বাংলা বইয়ের স্বর্গের সিনের মতো। ফুটে থাকা ফুলকপিগুলোর ওপর সাদা ধোঁয়ার কুণ্ডলী। সে দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয় এই বুঝি কুয়াশার চাদর সরিয়ে সারা গায়ে জ্যোৎস্না মেখে কোনও দেবী এসে দাঁড়িয়ে পড়বেন মাঠের মাঝখানে।

দূরে ক্যানিং রোডে একটু আগেও দু'-একটা গাড়ি ছুটছিল। এখন আর গাড়ির আওয়াজ নেই। কুঁজি থেকে একটু দূরে এক দল শেয়াল। আবছা কুয়াশায় তাদের চোখ জ্বলছে। বাইরে মুখ বাড়িয়ে চাঁদের অবস্থান দেখল মঙ্গলা। রাত গভীর। বারোটা বাজতে দেরি নেই। সামচুর, ফরিদা, জাহাঙ্গির, সুদাম সবাই এ বার বাড়ি ফিরে যাবে।

গত বছরের তুলনায় এ বারে ফুলকপির ফলন ভাল। টমেটোও হয়েছে অনেক। বাঁধাকপি, ওলকপি কোনওটাই কম হয়নি। সকলেরই আশা, খোরোচাষে এ বছর দু'পয়সা আসবে। কিন্তু ফলন ভাল হলে রাতবিরেতে ফসল চুরির ভয় থেকেই যায়। তাই কুঁজি বেঁধে রাতপাহারার বন্দোবস্ত। আগে সকলে সারা রাত মাঠেই থাকত। আজকাল অনেকে বারোটা-সাড়ে বারোটা বাজলে ঘরে ফিরে যায়। শীতে, অন্ধকারে, ফাঁকা মাঠে কুঁজির মধ্যে রাত কাটানোর মতো সাহস মেয়েদের নেই। দিনকাল ভাল নয়। বিপদের ভয় দিন দিন বাড়ছে। ব্যতিক্রম শুধু মঙ্গলা। সে আর পাঁচ জনের চেয়ে বরাবরই আলাদা।

মঙ্গলার খেতটা যেখানে, তার খানিক তফাতেই জোড়া খেজুরতলার হাত চ্যাটালো ঢিবিটা। জায়গাটা গোলমেলে। দিনের আলো থাকতেই ও দিকে কেউ তাকাতে চায় না, রাতে তো কথাই নেই। এ গ্রামে স্বাধীনতার এত বছর পরেও দারিদ্র, অশিক্ষা, অপুষ্টি কিছুই কমেনি। এ গ্রামে জন্মের হার বেশি, শিশুমৃত্যুর হারও। সেই সব মৃত শিশুদের সৎকার হয় না। গ্রামের লোকেরা তাদের স্থির, ঠান্ডা শরীরগুলো পুঁতে দিয়ে যায় জোড়া খেজুরতলায়। শেয়াল, কুকুরের দল মাঝে মাঝে সেই সব কচি শরীরের ছোট ছোট হাত, পা খুঁড়ে বার করে মাটির নীচ থেকে। যারা রাতপাহারার জন্যে মাঠে থাকে, প্রায়ই শোনে নিশুত রাতে জোড়া খেজুরতলা থেকে শিশু-কান্নার রোল উঠেছে। সব জেনেশুনে কে তাকাবে সে দিকে, রাতের আঁধার নামার পরে?

অথচ মঙ্গলার কুঁজির মুখ ওই দিকেই। রোজ বাড়ি ফিরে আসার সময় সামচুর, ফরিদারা দেখে, ওই জোড়া খেজুরতলার দিকে মুখ করেই কেমন অদ্ভুত দৃষ্টি নিয়ে স্থির হয়ে বসে থাকে মঙ্গলা। ওই ভুতুড়ে ঢিবির দিকে তাকিয়ে কী যে দেখে মেয়েটা কে জানে! সবাই বলে, মঙ্গলা ভূতগ্রস্ত, নইলে সারা রাত একলা একটা মেয়ের পক্ষে ও ভাবে কুঁজির মধ্যে মাঠে শুয়ে থাকা কিছুতেই সম্ভব নয়।

আজও ওই ঢিবিটার দিকে মুখ করেই চুপ করে বসে ছিল মঙ্গলা। বাইরে কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না। ঢিবির ওপরে ঝোপেঝাড়ে জোনাকিদের মিটিমিটি আলোর জ্বলা-নেভা চোখে পড়ছিল। সামচুর তার কুঁজির বাইরে এসে গলা তুলে জিজ্ঞেস করল, "ও মঙ্গলা বুন, আজও ঘরে যাবিনি?"

"না," মঙ্গলা মাথা নেড়ে হাসে।

"তোর কলজেটা কী দিয়ে গড়া রে বুন?" ফরিদা বিস্ময় জড়ানো গলায় বলে, "সঙ্গে পুরুষ মানুষ নি, একলা মেয়েছেলে মাঠে রাত কাটাস এমন করে, তোর ইজ্জতির ভয় নি?"

"কে কাড়তি আসবে আমার ইজ্জত?" আবছা অন্ধকারে মঙ্গলার দু'চোখ ধকধক করে জ্বলে ওঠে দূরে দাঁড়ানো শেয়ালগুলোর মতোই, "হাতের এই হেঁসোটা আচে কী কত্তি? ধড় থিকে মুন্ডুটা আলাদা কোদ্দুবুনি?"

কুঁজির তক্তার ওপর পাতা খড়ের বিছানা থেকে শান দেওয়া কাটারিটা বার করে তুলে দেখায় মঙ্গলা।

সামচুর নিচু গলায় বলে, "মানষের হাত থিকে না হয় বাঁচলি, কিন্তু তেনাদেরকে ভয় পাস না তুই?"

মঙ্গলার চোখ হঠাৎই নরম হয়ে আসে। সামচুরের কথায় উত্তর দেয় না সে। জাহাঙ্গির তাড়া লাগায় ওদের, "ও ফরিদা, চল রে। সামচুর, আর দাঁড়াসনি মণি। রাত অনেক হল। মধ্যরাত্তিরির পর মাঠের ইদিকটা জিনেদের দখলে চলি যায়। আর দাঁড়াসনি ইদিকে, এ বারে ঘর চল..."

"ঘর চল, ঘর চল..." জাহাঙ্গিরের বলা শেষ কথাটা মাথার ভেতর পাক খাচ্ছিল মঙ্গলার। শব্দ দুটোকে কিছুতেই সরাতে পারছিল না সে তার মন থেকে। সুবলটা অত বড় শয়তান ঠাওর করতেই পারেনি সে। নইলে তার মতো ডাকাবুকো মেয়েকেও ভাল কথায় ভুলিয়ে সে ঘরে তুলতে পারে! সুবল এই গাঁয়ে এসেছিল শ্যালো মেশিন বসাতে। পেটানো চেহারা। এক মাথা কেঁকড়ানো চুল। মঙ্গলার হিতাহিত জ্ঞান ছিল না ওর ইশারা পাওয়ার পর।

তাকে বিয়ে করে সুবল যখন খালপাড়ের বস্তিতে নিয়ে গিয়ে তুলেছিল, তখনও যমুনার কথা জানতে পারেনি মঙ্গলা। জানতে পারল মাস দুই ঘর করার পর। যমুনাকে সুবল রেখেছিল হালদার পাড়ার এক কামরার ভাড়া ঘরে। দু'বছরের ছেলেকে কোলে নিয়ে যমুনা যে দিন এসে তার সামনে দাঁড়াল, পায়ের নীচ থেকে মাটি সরে গিয়েছিল মঙ্গলার। দুঃখ নয়, রাগই হয়েছিল বেশি। নিজের ওপর। এত সহজে সুবলকে সে বিশ্বাস করেছিল কী করে! অনেকেই তো তখন সাবধান করেছিল। মা-ও বলেছিল বার বার, "এত তাড়াহুড়ো করিসনি মঙ্গা, সময় নে। খোঁজ নে আরও..."

সে দিনও সুবল বাড়িতে ছিল না। ভিন্ গাঁয়ে গিয়েছিল কাজ করতে। যমুনা আলুথালু পোশাকে এসে তার দরজায় দাঁড়িয়ে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল। ছেলেকে দেখিয়ে বলল, "তুই যদি আমার সুবলরে কেড়ে নিস, এরে আর বাঁচাতি পারবুনি রে বুন"... তার পর ফিসফিস করে বলল, "আরও একখানারে সুবল পুরে দেচে আমার পেটের মদ্যি..."

মঙ্গলা সেই দুপুরেই বাড়ি চলে এসেছিল এক কাপড়ে। আসার সময় যমুনার দু'হাত ধরে বলে এসেছিল, "আমি জানতুমনি গো দিদি। বিশ্বেস করো, জানলি তোমার এ সব্বোনাশ আমি কত্তুমনি।"

সুবল তাকে ফিরিয়ে নিতে এসেছিল ক'দিন পরেই। মঙ্গলার সামনে অপরাধীর মতো মুখ করে বলেছিল, "তোরে বড্ড ভালবেসে ফেলেছিলুম মঙ্গলা। পাছে আমায় ফিরিয়ে দিস, তাই যমুনার কথা বলতি পারিনি তোকে। চল, আমার সঙ্গে ঘর চল মঙ্গলা, নিজের ঘরে চল..."

"না," জোর গলায় সেদিন বলেছিল মঙ্গলা।

মা-ও বলেছিল, "ভেবে দেখ মঙ্গা। সমাজ বলে একটা কতা আচে। এই সোয়ামি থাকতি সমাজ টপকে তোর আবার বে দিতি আমি পারবুনি।"

"একাই থাকব আমি নিজির মতো," ফেঁস করে উঠেছিল মঙ্গলা, "আমার কতা তোমাদের কাউরে ভাবতি হবেনি।"

ফিরে গিয়েছিল সুবল। ফিরে যাওয়ার সময় মঙ্গলা তাকে শাসিয়েছিল, "এ গেরামের মাটিতে ফের যদি দেকি তোকে, ধড় মুন্ডু পেথক করে দোব বলে দিলুম..."

সুবল আর আসেনি। গেরস্থালি আর মাঠের চাষের কাজ নিয়েই সময় কাটিয়েছে মঙ্গলা। লোভী চোখগুলোর হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে সব সময় কোমরে গুঁজে রেখেছে শান দেওয়া চকচকে কাটারি।

বাড়ি ফেরার মাস দুই পরে মাত্র এক বারই দিনদুয়েকের জন্যে গাঁয়ের বাইরে ছিল মঙ্গলা। মা-কে বলেছিল, "আমার না থাকাটুকু গোপন রেখো।"

মা একবার জিজ্ঞেস করেছিল, "কোথায় যাবি?"

সে বলেছিল, "কাজ আছে।" আর কিছুই কখনও মা-কে বলেনি মঙ্গলা। আজও নয়।

শেয়ালের ডাকে চটকা ভাঙল। হ্যাঁ, সময় হয়েছে। ওই তো জোড়া খেজুরতলায় কান্না জুড়েছে ওরা। ধড়মড় করে কুঁজির বাইরে বেরিয়ে এল মঙ্গলা। কাটারিটা কোমরে গুঁজল। আশপাশের ক্ষেতে কুঁজি বেঁধে রয়েছে শওকত, বাসু আর নবীন। একটুখানি অপেক্ষা করল মঙ্গলা। কান খাড়া করল মানুষের জেগে থাকার শব্দ শোনা যায় কি না তা দেখার জন্য। না, জোড়া খেজুরতলার শিশুরা ছাড়া আর কেউ জেগে নেই। নিশ্চিত হয়ে গায়ের চাদর কান, মাথার ওপরে টেনে নিয়ে সে কুয়াশায় মিশে গিয়ে হাঁটা লাগাল জোড়া খেজুরতলার দিকে।

ওই তো ঢিবিটা। দু'হাতে হাঁটুর ওপরে শাড়ি তুলে ধরে লাফিয়ে ঢিবির ওপরে উঠে দাঁড়াল মঙ্গলা। ঢিবির ওপরে পরস্পরকে জড়িয়ে দাঁড়িয়ে থাকা খেজুর গাছ দুটোর মাথায় ঝটাপটি করে উঠল ধপধপে সাদা ডানার এক পাল বক। ঠান্ডা, সিরসিরে হাওয়া বইছে মঙ্গলাকে ঘিরে। এক সঙ্গে অনেকগুলো বাচ্চার চাপা কান্নার আওয়াজ উড়ছে সেই বাতাসে। ডুকরে কেঁদে উঠল মঙ্গলা।

একলা গ্রাম থেকে বেরিয়ে, মণ্ডলডাক্তারের নার্সিং হোমে নিজের পেটের মধ্যে বাড়তে থাকা যে বাচ্চাটাকে সে খসিয়ে এসেছিল, কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে অন্য বন্ধুদের সঙ্গে সে-ও এখানে অপেক্ষা করছে তারই জন্যে। খেজুর গাছের ওপরে বকগুলো আবার ডানা ঝটপট করে উঠল। জোড়া খেজুরতলার ঢিবিতে শিশু-কান্নার শব্দও তীব্রতর হল।

মঙ্গলা অস্থির হয়ে উঠল, "বড্ড খিদে

এরপর ২১ পাতায় ▶

বিকেলের জলখাবারে কী খাওয়া যায়? বানিয়ে ফেলুন মুখরোচক চিকেন মিটবল

কিছু খাবার এমনই হয় যা ছোটরা এবং বড়রা সমান আনন্দ করে খেতে ভালবাসে। তেমনই একট পদ চিকেন মিটবল। মাংসের কিমার সঙ্গে মশলা এবং রসুন দিয়ে তৈরি চিকেনে এই ছোট ছোট বড়াগুলির বাইরেটা কুচমুচে এবং ভিতরটা নরম হয়। এগুলি একটি সস বানিয়েও খাওয়া যায় আবার নুড্‌লসের সঙ্গেও খেতে পারেন। জেনে নিন বাড়িতে তৈরি করার একটি সহজ রেসিপি।

কী করে বানাবেন

১। একটি পাত্রে আধ কাপ পার্মেসান চিজ গ্রেট করা নিন। তার মধ্যে ১ ডিম, ৩ টেবিল চামচ সরু সরু করে কুচোনো চাইভ, ২ টেবিল চামচ পার্সলে পাতা, ২ কোয়া রসুন থেতলে নেওয়া, আধ চা চামচ অরিগ্যানো এবং সামান্য নুন ও গোলমরিচগুঁড়ো মিশিয়ে নিন।

২। এবার এই পাত্রে ৫০০ গ্রাম চিকেন কিমা দিন। সঙ্গে ৩ টেবিল চামচ কর্ন ফ্লাওয়ার নিয়ে ভাল করে মিশিয়ে একটি মণ্ড বানিয়ে নিন।

৩। এবার সেখান থেকে ছোট ছোট করে বলের মতো বড়া বানিয়ে সামান্য কর্নফ্লাওয়ার মাখিয়ে নিন। একটি কড়াইয়ে অলিভ অয়েল গরম করে বলগুলি ভেজে নিন।

৪। ভাজার সময় খেয়াল রাখতে হবে যাতে সব দিক সমান ভাবে বাদামি রং আসে। হয়ে গেলে এগুলি এমনিও খেতে পারেন। আবার পাস্তার রেড সস দিয়েও পরিবেশন করতে পারেন।

মাংস কিছুতেই সিদ্ধ হচ্ছে না?

মটন কষা রান্নার আগে জেনে নিন ৪টি উপায়

বাড়িতে অতিথি আসছেন। বাঙালি বাড়িতে অতিথি এলে তাঁদের মন জয় করার সহজ উপায় মটন কষা। তাই বেশির ভাগ বাড়িতে বিশেষ দিনের মেনুতে এই পদ থাকবেই। কিন্তু যে রান্না করছে, তার সবচেয়ে বড় দুশ্চিন্তার কারণ হয়ে দাঁড়ায় একটি বিষয়। মটন সিদ্ধ হবে তো ঠিক মতো? অনেক সময়ই মশলাপাতি একদম ঠিকঠাক হলেও মটন ছিবড়ে থেকে যায় বলে পুরো রান্নাটাই মাটি হয়ে যায়। তবে চিন্তা না করে মাংস সিদ্ধ করার কিছু সহজ ফিকির জেনে নিন।

১। মাংস কাটা

বাজার থেকে মটন কেনার সময়ে খেয়াল করুন যেন পাঠার পায়ের দিক থেকে মাংস কেটে দেওয়া হয়। এই মাংসই সবচেয়ে সুস্বাদু হয় এবং সহজে সিদ্ধ হয়ে যায়। কী ভাবে মাংস কাটা হচ্ছে, তার উপরও কিছুটা নির্ভর করে কেমন রান্না হবে। তাই পাড়ার অভিজ্ঞ কসাইয়ের কাছ থেকেই মাংস কিনুন।

২। ম্যারিনেট

পাঠার মাংস রান্নার করতে গেলে তাঁর প্রস্তুতি নিতে হবে আগের রাত থেকে। অন্তত ৭-৮ ঘণ্টা মাংস ম্যারিনেট করে না রাখলে, মাংস সিদ্ধ হতে সময় নেবেই। তবে ম্যারিনেট করার সময় কী কী দিচ্ছেন, তার উপরও নির্ভর করে মাংস কতটা নরম হচ্ছে। দই দিয়ে ম্যারিনেট করতে পারেন। সঙ্গে যদি কাঁচা পেঁপের পেস্ট নুন গোলমরিচ দিয়ে মাখিয়ে রাখতে পারেন, তা হলে সবচেয়ে ভাল হয়। যত অ্যাসিডিক খাবার দিয়ে ম্যারিনেট করবেন, তত মাংস নরম হবে। ম্যারিনেট যত ভাল হবে, তত তাড়াতাড়ি মাংসের ফাইবার পেশিগুলি ভেঙে মাংস নরম হবে। খেতেও রসাল হবে।

৩। রান্না

ইউরোপিয়ান ঘরানার রান্নায় যেমন ঢিমে আঁচে দীর্ঘ সময়ে ধরে রান্না হয় যে কোনও মাংস, মটনও যদি ঘণ্টা তিনেক ধরে অল্প আঁচে কষাতে পারেন, তাহলে, সবচেয়ে নরম হবে। তবে এই পদ্ধতি সময় সাপেক্ষ। তার উপর রান্নার গ্যাসের যা দাম, তাতে অনেকেই এই পদ্ধতিতে রান্না করতে ইচ্ছুক হবেন না। সে ক্ষেত্রে আপনি ঘণ্টা খানেক কড়াইয়ে কষিয়ে প্রেসার কুকারে দিয়ে ৪-৫টা সিটি দিয়ে নিন। প্রথম সিটিটা পড়বে হাই আঁচে। তারপর আঁচ কমিয়ে বাকিটা। সব মিলিয়ে অন্তত ১৫ মিনিট আপনাকে কুকারে রাখতে হবে মাংস।

৪। নুন

অনেকে মাংস ম্যারিনেট করতে চান না। হয়তো সময়ও পান না। সে ক্ষেত্রে অন্তত এক ঘণ্টা মাংসে নুন মাখিয়ে রেখে দিন। দু'ঘণ্টাও রাখতে পারেন। রান্নার আগে বাড়তি নুন ধুয়ে ফেলুন।

► ২০ পাতার পর

ভূতগ্রস্ত

পেয়েছে, না রে সোনা? দাঁড়া দিচ্ছি। একটুখানি সবুর কর বাপ..."

ঢিবির ওপরে কুয়াশা আরও জমাট বাঁধছে। চাঁদের আলো সে আড়াল ভেদ করতে পারছে না আর। মঙ্গলা নিজের গা থেকে চাদর খুলে ছুড়ে ফেলল মাটিতে। কাঁধের ওপর থেকে শাড়ির আঁচলও খসিয়ে দিল। তার পর ব্লাউজের হুকগুলো খুলে ফেলল একটা একটা করে।

মাটির ওপরে কোল পেতে বসে নিজের দু'হাতে দুই স্তন মেলে ধরে গভীর স্নেহে ডাকতে লাগল মঙ্গলা, "আয়, খাবি আয়। খেয়ে যা মণি, আয় রে সোনা, এসে খেয়ে যা..."

নবীন ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে এল। শওকত আর বাসুর কুঁজিতে উঁকি মেরে দেখে নিল এক বার। ওরা ঘুমিয়ে পড়েছে। মঙ্গলাও কি ঘুমিয়ে পড়েছে? জিভ দিয়ে নিজের ঠোঁটদুটোকে এক বার চেটে নিল নবীন। অনেক দিন অপেক্ষা করেছে সে। ঠারেঠোরে মনের ভাব জানাতেও কসুর করেনি। কিন্তু মঙ্গলার মন বলে কিছু নেই। পাথর সে।

"অনেক হয়েছে। আর নয়," দাঁতে দাঁত পিষে অনুচ্চ স্বরে বলে নবীন, "আজ আমি তোকে নেবই মঙ্গলা।"

মাঠে কাজ করার ধারালো কাস্তেটাকে কোমরের কষির কাছে গুঁজে নিল নবীন। মঙ্গলাকে বিশ্বাস নেই। যদি বেশি ত্যান্ডাই ম্যান্ডাই করতে যায় তো...

মঙ্গলার খেত মাঠের অন্য দিকে। বেড়ালের মতো, নিঃশব্দে মাঠের আনাজপাতি বাঁচিয়ে মঙ্গলার কুঁজির দিকে এগিয়ে গেল নবীন। ওই তো মঙ্গলার কুঁজি। ঢোকার রাস্তাটা জোড়া খেজুরতলার দিকে। পায়ে পায়ে আরও এগিয়ে এল নবীন। আর তখনই দৃশ্যটা চোখে পড়ে গেল তার। আদিগন্ত সবুজ ফসলের ওপরে লুটিয়ে পড়েছে জ্যোৎস্না। ভেসে যাচ্ছে চরাচর। তারই মাঝে, জোড়া খেজুরতলার ঢিবিটার ওপরে ধোঁয়া-ধোঁয়া কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে মন্দিরের মূর্তিরই মতো স্থির বসে আছে এক অলৌকিক মাতৃমূর্তি। সুধাভাণ্ড ধরে আছে দু'হাতে। সারা পৃথিবীকেই যেন ডাকছে চাপা স্বরে, "আয় মণি, খেয়ে যা রে সোনা"

সেই অপার্থিব দৃশ্য দেখে নবীনের সারা শরীর ঝিমঝিম করে উঠল। মনে হচ্ছে, কী সব যেন উল্টেপাল্টে যাচ্ছে মনের মধ্যে। বুকের গভীর থেকে এক উথালিপাথালি কান্না জাগছে তার। নিজের কুঁজি ছেড়ে কেন যে সে বেরিয়ে এসেছিল এই হিমভেজা রাতে, চুপিচুপি, কিছুই মনে পড়ল না আর নবীনের।

ভিজে আলো আর অস্বচ্ছ কুয়াশায় মাখামাখি হয়ে দু'হাঁটু মুড়ে মাটির ওপর বসে পড়ল নবীন। মাথা নিচু। দু'হাত বুকের কাছে জড়ো করা।

শীতে জবুথবু রাত গড়িয়ে চলল। তবু নবীন বসেই রইল। উঠল না।

Standing Guard

Dr. Biswamay Ray. Illinois

Late spring,
a dozen of "Impatient" seedlings,
just planted in the ground
full of smiles.

Two in the middle failed to thrive
their roots lay buried
under the ground,
an empty space, whispering - -

Midsummer,
the plants are fully grown, resplendent
in a beautiful shade of dark green leaves
and blooming flowers, purple red

The empty space, empty still
as if by design
the Impatients standing guard
over their comrades' graves.

ছড়ার বারোমাস্যা

দীপ্ত চক্রবর্তী
নিউ ইয়র্ক

আমরা যারা সৃষ্টিছাড়া
লাগামহারা ছড়ার ঝোঁকে
ভরছি খাতা জীবন যা তা
গরাদ- ভরা আকাশ দেখে।
বোশেখ মাসের পিচ- গলা রোদ
ছুটির দিনেও অঙ্ক কষে,
আমপাড়া টিল শার্সি ফাটায়
লোডশেডিং এর কষ্টে হেসে।
আচার চাখা বিকেলবেলায়
গর্মি লেগে ভির্মি খাকী
জষ্ঠি মাসের তুষ্টি দেদার
শিল পড়ানো কালবোশেখী।
বাদলাদিনের জলকাদাতে
বল লাথিয়ে সর্দিকাশি,
কোমরডোবা নোংরা জলে
নৌকো ভাসায় আষাঢ় মাস,
ইলশেগুঁড়ি আর খিচুড়ি
ইলিশভাজার গন্ধে মিশে
শ্রাবণ দিনের প্যানপ্যানানি
কার রেডিও-য় আসছে ভেসে?
ভাদর মাসের সাদর প্রবেশ,
দুবলো নেড়ীর খ্যাঁকখ্যাঁকানি,
ঘুড়ি-লাটাই সোনার রোদ আর
শারদলেখার ঝকমকানিউ
পুজোর ছুটির গন্ধ মেখে
আকাশ ধোয়া মেঘের পেঁজায়
আকাশবাণীর মহালয়া,
আশ্বিনে ভাই মেজাজ বেজায়
কাতিক অঘান কখন যে যান?
দীপাবলীর রাত্রি থেকে
পরীক্ষাতে গোল্লা পাওয়ার
ভয় দেখানি স্বপ্ন দেখে
ইডেন মাঠে পৌষালি রোদ,
কমলালেবু, ক্রিকেট ছেড়ে
বইমেলাতে মাঘের ধুলো
সরস্বতীর ভাণ্ড ঝেড়ে
ফাগুন মাসের দোলের রঙে
কিশোর মনের রঙচঙানি,
চৈত্র-প্রেমের কাব্যি লিখে
বছর বাড়ার ছটফটানি।

IMMIGRANT'S FAMILY NEXUS

▶ ১১ পাতার পর

scold me, my dad will be very upset because they went to sleep late at night, you know how dad is. She realized a real concern in Kaka's voice. Then Sunil's mother said – okay, I shall do it. Saying this she walked to their bed room and knocked on the door and said – Anil, wake up, Sunil has come from America. Get up and come out to the drawing room (living room). Then she came back to the drawing room. In the meantime, Mona made some tea for everyone and brought it to the drawing room. She gave tea to everyone and gave milk to Keka.

Anil and Kamala came to the drawing room while rubbing their eyes from a broken sleep, they looked somewhat perplexed, they did not know how to greet Sunil and Mona, with an embarrassed face both Anil and Kamala said – you guys are here without any information, is everything okay with you in America? Where is your son? They enquired to Mona and Sunil. Sunil replied – yes, everything is fine there, but we came here because nothing is right here, how come mom and dad are living in such bad condition, dad's eye glass is broken, mom is wearing an old and torn sari, why they are living in a such poor condition? I am sending you money every month for their comfort and affluence. Dada (elder brother), you are not right, instead of keeping them in comfort, Boudi (elder brother's wife), how come my mother is washing dishes like a maid servant? Why you guys did not keep a person who can take care of this kind of household chores? Show me where did my money go? Since you did not spend the money for mom and dad, you must return my money now. Sunil was very angry and upset with his Dada and Boudi. Then he turned to his mom and dad and said – mom and dad, please come with me, you don't have to stay one more minute with this ungrateful child of yours. Does our sister Soma know about this treatment of yours by our beloved Dada and Boudi? Sunil could not think – how his brother treated so badly his own parents, is he a human being or an animal? Even animals treat their mother with love and affection. Sunil finished his talking and then turned to his parents and said – mom and dad, let us go now to my apartment, I have lots of things to fix in this family here, so that never ever anyone can treat you like this. He held his parent'shands and started to walk. At that time, Keka came to her Kaku and said – Kaku, can I come with Thakuma? Then she turned around towards her parents and said – Ma, I am going with Thakuma, I shall come back with you when you come to Kaku's flat. At that time Sunil toldhis Dada and Boudi – please come to my place soon, we have lot of things to discuss and straighten. Remember, you are my Dada, we shall have our lunch together, if you can please call Soma, if she can come to my place also. Keka is coming with us, she will come back when you come back from my home this evening.

While going back to Sunil's apartment, Sunil's parents explained in details that their bad treatment started when they refused to sell the house to a promoter who wants to build a multistory building in the place of their house. And I heard, Anil has taken some money as advance and since then he is pressuring me to sell the house. Sunil and Mona heard all the details about the proposed sale of the house. After hearing all of these Sunil and Mona asked – mom and dad, what you want to do with the house? Do you have any idea in your mind? Dad, I do not need any money from the house. Do whatever pleases you to do.

After listening to Sunil and Mona, Sunil's mother Bina said – son, your father wants to donate the house to make a school for the poor children who do not have any place for schooling, and two of us would like to devote our lives to educate these unfortunate children for the rest of our lives. Hearing this Keka said- Thakuma, this will be great. She stopped speaking; she was very happy to hear about the school. She hugged her Thakuma with joy. The family enjoyed to see that a teenager is even rejoicing with her grandparent's decision of generosity and kindness.

Even Mona and Sunil got very excited and asked – have you decided on the name of the school? Can we hear the name of the school? Sunil and Mona looked eagerly to their parents.

Sunil's father Akhil Said – yes, we have decided a name and it will be in the name of my mother and father. The school will be called "Mukti Sadhan Path Bhaban". Mukti is my mother's name and Sadhan is my father's name; we want to keep this name for the school.

After hearing their plan everyone in the car started to express their happiness about the school. Sunil said – dad, I shall call an attorney tomorrow to form a trust for the school and start the process to register the school and start it as soon as possible. When Dada and Soma will hear about the school, I am sure, they will be very happy also. I shall be very proud to have a school in my grandparents' name, nothing could be happier than this to me.

Sunil's mother Bina said – hold your breath, Anil and Soma will never be happy about this decision, they always wanted to sell the property and get the money out of it, they want hard cash for this property. We are old, we have no value in life anymore, kind of burden on our children,we are afraid to think that Soma and Anil will ever like our plan for the school. Her voice was filled with despair and helplessness. All these thoughts made her morose, her eyes became watery. Bina and Nikhil never thought in million years that someday their own children would create an obstacle to fulfill their dream in opening a school and fight with them for the money which even did not exist then.

Sunil realized that his mother is concerned with her two other children about this idea of school. He firmly said – mom, do not worry at all, I am here, I shall make sure that you can fulfill your dream. I shall try to make them understand the importance of the school for two of you and I assure you that they have only one choice but to accept your idea for the school. In the meantime, Sunil and her parents arrived their home and Mona asked them if anyone wants some tea or coffee. Keka said – Kakima, may I also have some coffee. Mom wants me to drink only milk or juice, mom and dad does not allow me any coffee to drink. Keka tried to bribe her auntie with a hug and a kiss. Mona told her – let go, I have to ask your mom anyway, don't be sobonhomie, it is not going to work. Be patient, I shall work for your caprice, now help me in making tea for them.

Keka said – Kakima, let's go, make the tea and coffee for all of them. Keka started to push her Kakima towards the kitchen. Now she is anxious to get to work for making tea and coffee.

A few days later Anil and Soma came to Sunil's place to see Sunil and Mona. Soma came with her husband, Abhik, and Anil and Kamala also came with their daughter Keka. Soma did not have any child yet. So, Soma was with her husband Abhik only. During the lunch time all the discussions started about their parents' conditions where they were not treated properly even though Sunil used to send money for them. Akhil and Bina said – children, we have already decided what we are going to do with our lives, now you can support us or you can reject our proposal, for us it does not matter, because we have already decided what we want to do and it is written on the stone, it will never change, for you, you can help us in fulfilling our dream or you stay away from us, we respect your opinion either way and we shall not blame anyone for their dissidence. Then their father added – Anil was pressing to sell the house and adjacent land to a promoter who wants to build a multistory edifice and he would give

এরপর ২৩ পাতায় ▶

IMMIGRANT'S FAMILY NEXUS

► ২২ পাতার পর

each of you a flat and some money. I heard that Anil has accepted some money as advance from him, if he did it, he has done animproper act, this property belongs to us and we have decided to open a school in this property. We have already formed a trust and registered this property as a school for poor children and the name of the school is "Mukti Sadhan Vidya Bhaban" in memory of my parents. This school is going to start from next month. Your cooperation and help would take us a long way in our endeavor and we shall be proud of you for supporting us. We have given you education, you are all professionals, we believe, you do not need any money from anyone, so from now on you are on your own. Anil, you have to leave the house from next month, please arrange to move from this house before the opening of the school. If you do not leave in time, the trust will evict you with legal help. Now decide how you want to move, with your free will or be evicted, he sent a strong message to his eldest son.

After hearing their father, Anil burst into anger and said – you cannot deprive us from our ancestral property, you have no right to do it, I shall go to court to stop this nonsense of school. Then he turned to her sister Soma and said – Soma, do you agree with me to fight this decision of opening of the school and stop Ma and Baba from depriving us from our rightful inheritance.

Before Soma could say anything, Soma's husband Abhik said –Soma and I will support their school, we do not want any money for the property because it does not belong to us, besides they are making a school there, all of us should help them and be proud of them instead going against it, all of you should also understand that this property legally belongs to them, if they want to open a school in it, so be it. Then he looked at his father-in-law and mother-in-law and said – Ma and Baba, I am very proud of you, even prouder to recognize that I became the son-in-law of such benevolent and good-hearted people¬¬s like you. Please let Soma and I know if we ¬¬¬can be of any help in the process. Then he turned to Anil and said –be proud of Baba and Ma, please help them, it will be good for you and your family, Keka will learn the value of giving and be kind to people, he looked at Soma and said – I am sure, Soma agrees with me too. Then he went to his in-laws and did Pranam (show respect by touching one's feet) to both of them for their philanthropic act of opening a school. I promise, Soma and I will be on your side for the creation of this school.

When Abhik stopped his words; Anil got angry with Abhik and said – Abhik, this is our family matter, it will be better if Soma and you stay out of it. I don't know – why you peoples do not see how much money Baba and Ma are wasting for this apparition of school. This money will be wasted for the peoples whom we do not even know, come back to your senses, and stop this dissipation which could be our fortune. I want to make it very clear to all of you that I shall try my best to stop this ghost of school once and for all.He stopped his argument with the fire of anger.

Akhil and Bina heard everyone's reasoning very eagerly and attentively. They understood only Anil is totally against the proposed school, everyone in the family is supporting their cause to open a school. Now, they are more determined to go ahead for the school. Akhil said – Anil, the school is on, whether you support or not, it will be better for you if support us in opening the school. It is my property and I have decided to donate it for the proposed school. We regret that we failed to instill kindness and human values in you when you were growing up. Now, I advise you – try to share your good luck with those who need it most, that will give you happiness and a reason for living the life of a human being. I want to stop this unwanted discussion now, because it will hurt the family unity, eventually love and affection of the family will dissipate. All of you are adult now, please try to keep the family together and preserve the family's love, affection and integrity together so that some day your children feel the pride of being a part of this family. This school will be an ember on the family memorabilia when we all willnot be in this world. Money is important for life but when you use your money to change other's life, then your life and money both become more worth having them in this mundane world. Remember – if you can change one life of any person for better then your life becomes worth living; always try to share your good luck with those who do not have it or who need it most. Bina and Akhil felt kind of tired and depressed with the attitude of their eldest son, Anil, but they have decided - no more discussion on this matter.

The room suddenly became very quiet as the eyes of a dead fish in the ice. It was almost lunch time. Food came on the table, they looked very delicious and palatable but nobody had a mind to enjoy these mouth-watering delicacies. Bina, the mother of the children, understood this by her mother's instinct and said – please start taking food or it will be cold soon, then it will lose its taste. She started to put the food in the plates and then put the plates on the table, soon the air seemed to be little lighter with the aroma of food on the table and the members of this family started to lighten up and enjoy the food. Sunil said – Ma, food is delicious and I smell your touch in every dish, especially the goat curry, only my mother can cook the goat curry like this, what you say, Dada; he looked at Anil, Sunil wanted to get rid of the gloomy situation and make it a happy time for the family. Finally, some laughter and happy faces started to smile, the whole table was happy and some good personal interaction started among the family members. Akhil and Bina were very happy to look at their happy children, looked like happiness came back into the family again.

Sunil started to think that in USA, almost every immigrant has a story like the family of his own. These immigrants work hard to achieve their goals but the family never realize their hard work, they only think about the end result, the money. Family members back in home never realize the hard work their brothers or sisters are doing, they only ask for money even though they have plenty of it earned by themselves, it is an extra gravy for the other family members. Every immigrant wants to give a steady and solid financial help to his family but the family most of the times wants more and more, family starts to squeeze the immigrants more and more for money even though they really do not need it. Most of the time families think that their immigrant child is picking the money from a tree, so, asking for more does not make them feel guilty or ashamed. The other side of the coin, most of the time, when some immigrant goes to visit his family, they do not mention about the hard work they do, they only flash money, as a result of this immature act, the family often misunderstands the children, and often asks for more moneyand then the children get annoyed with the family. But Sunil's family is little different. His parents never asked for a dime, but his brother, Anil, is little different, he always tried to get money from Sunil, greed was in every drop of Anil's blood. Everyone in the family knew that Anil was a wily person and he would not spare any chance toget things to his advantage.Many times, Sunil felt an implosion in him for his Dada Anil's avarice but he never said anything to his brother to preserve the family peace and harmony, for Sunil, love and affection were the most valuable ingredients in his life, above all selfishness and meanness. Sunil often wondered if the immigrants of England and Europe face the same kind of pressure for money from the families, or it is just for the US immigrants only.

With his parents' choice of opening a school, he thought, was really a brilliant idea which he embraced with the bosom of his heart because this school was going to make his parents immortal for their kindness, the family would remain aliveforever in the history of local town.

To be honest in the beginning, Sunil was little perplexed about the idea of his parents and he was in a dilemma because this School was going to definitely deprive his brother and sister from their ancestral inheritance, but when he saw the ecstatic contentious happiness in his parents, he could not but yield to their desire of opening the School, he put his parents' happiness above all the odds related to their own benefits. As far as Mona and Sunil are concerned, their parents have taken the correct step for the right reasonfor the poor children of the localneighborhood. They felt happy and proud for their parents.

In almost every immigrant there is a story like this, this is the price an immigrant pays for his high ambition, hard work and eventual fiduciary success in his newly adopted country. Besides, an immigrant is often envied by the members of their own family like brothers and sisters for the success they achieve in their newly found homeland. In the beginning it used to bother Sunil and Mona but they havegradually learned how to cope with this kind of jealousy often shown by other family members and make their lives happy and peaceful as time passed by and for the family nexus Mona and Sunil would do anything to preserve it.

Notes :

1. Kaku –Uncle (father's younger brother)
2. Kakima – Uncle's wife
3. Shashuri – mother-in-law
4. Choto Bhai – Younger brother
5. Dada – Elder brother
6. Boudi – Elder brother's wife
7. Thakuma – Grandmother
8. Bouma – Daughter-in-law
9. Pranam – showing respect to someone by touching their feet
10. All names are changed

ECDPA - East Coast Durga Puja Association

Community Organization

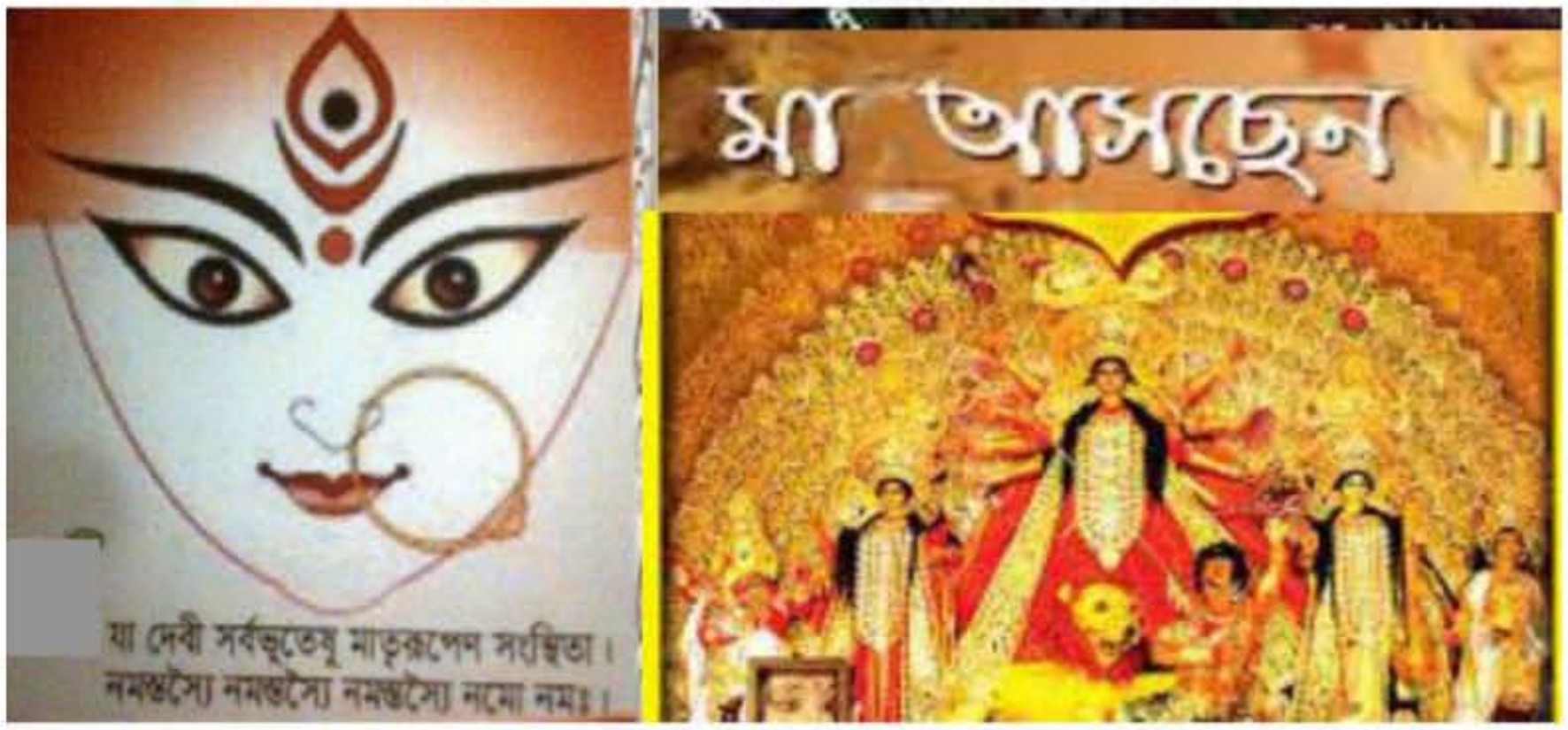

East Coast Durga Puja Association

New York, NY

You are cordially invited with your family & friends to celebrate

SHREE SHREE DURGA PUJA
& SHAROD UTSAV 2021

@ GUJARATI SAMAJ OF NEW YORK
173-15 HORACE HARDING EXPWY,
FRESH MEADOWS, NY 11365

ON OCTOBER 8, 9 & 10, 2021
FRIDAY, SATURDAY & SUNDAY

DATES WILL BE ANNOUNCED LATER
SHREE SHREE LAXMI PUJA
MAA KALI PUJA

FORCE MAJEURE:

In light of the ongoing Covid 19 pandemic, ECDPA will follow strict guidelines issued by CDC, State, and local authorities in regard to large gatherings, and will not be held liable for canceling or postponing the event.